www.SahihAqeedah.com

নবী বংশের মর্যাদা সম্পর্কিত

৬০ হাদীস

মূল ঃ আল্লামা জালাল উদ্দীন সূয়ুতি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ জমির হোসাইন ক্বাদেরী

Scanned by CamScanner

Click here

www.sahihaqeedah.com

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by Masum Billah Sunny

احياء الميت بفضائل أهل البيت

নবী বংশের উসিলায় মৃত জীবিত হয়

নবী বংশের মর্যাদা সম্পর্কিত ৬০ হাদীছ

মূলঃ

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

অনুবাদঃ

মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ জমির হোসাইন ক্বাদেরী

আরবী প্রভাষকঃ

বুড়িশ্চর জিয়াউল উলুম ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা

Scanned by CamScanner

নবী বংশের মর্যাদা সম্পর্কিত ৬০ হাদীছ

মূলঃ
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)

অনুবাদঃ
মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ জমির হোসাইন ক্বাদেরী
আরবী প্রভাষকঃ বুড়িশ্চর জিয়াউল উলুম ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকঃ ইসলামী আক্বীদা শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম।
খতীবঃ হামিদ আলী মাতবর জামে মসজিদ, বুড়িশ্চর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ই-মেইলঃ jamirqadery@gmail.com, Mob: +8801812-374349

প্রকাশকঃ সিরাজুম মুনীরা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

সর্বস্বত্বঃ লিখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকালঃ ১০ ই মুহার্‌রামুল হারাম শরীফ ১৪৩৯ হিজরী।
২ অক্টোবর ২০১৭ ইংরেজী।

কম্পোজঃ এম এম মামুনুর রশীদ, আল হারূনী কম্পিউটার, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণেঃ জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স, ১৫৫ আঞ্জুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইলঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

সহযোগিতায়ঃ আলহাজ্ব সেলিম জাহাঙ্গীর চৌধুরী, বুড়িশ্চর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
জনাব মুহাম্মদ নাজমুল হক, বুড়িশ্চর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ইঞ্জিনিয়ার আবু নাঈম মুহাম্মদ ইউসুফ - মোতাওয়াল্লী পরিবার, হামিদ আলী মতবর জামে মসজিদ, তেতুলতলা বুড়িশ্চর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রচারেঃ ইসলামী আক্বীদাহ্ শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম।

হাদিয়াঃ ৪০ (চল্লিশ টাকা)

Nabi Bongsher Morjadah somporkito 60 Hadith, Writer: Allama Jalal Uddin Suoti (R.), Translator: Mawlana Mofti Mohammad Jamir Hossain Qadery. Arabic Lectarer: Burischar Ziaul Ulum Fazil (Degree) Madrasha. Hathazari, Chittagong. Price: Tk. 40.

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأفضل النبيين، وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الذين جعلهم سبب لنيل شفاعة شافع الناس يوم الدين وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم الى يوم الدين . أما بعد

কুরআন ও সুন্নাহর বহু স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের পবিত্রতা ও মর্যাদার বর্ণনা এবং তাঁদেরকে ভালবাসার নির্দেশ এসেছে। কুরআনুল কারীমের যেসব আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বংশধরদের সম্মান ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে, তার কয়েকটি প্রসিদ্ধ মুফাসসিরদের বক্তব্যানুসারে বিধৃত হল। যথা-

১। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب)

অর্থাৎ, "হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তা'আলা তো কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান, এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পুতঃপবিত্র করতে চান।" (সূরাঃ আল আহযাব, আয়াতঃ৩৩)

বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনু হাজর আল হাইতমী (র.) বলেন,

قال ابن حجر الهيتمى: هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوى لاشتمالها على غرر من مآثرهم والاعتناء بشأنهم حيث ابتدأت ب(إنما) المفيدة لحصر إرادته تعالى فى أمرهم على إذهاب الرجس الذى هو الإثم أو الشك فيما يجب الإيمان به عنهم، وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة (1)

অর্থাৎ, "এই আয়াতে করীমাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বংশধরদের সম্মান ও মর্যাদার উৎস। কেননা, আয়াতে করীমাটি انما (ইন্নামা) দ্বারা শুরু হয়েছে, যা হাসর তথা সীমাবদ্ধতার উপকারিতা দেয়। এখানে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁদের (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বংশধরদের) থেকে গুণাহ ও সন্দেহসহ যেকোন ধরনের অপবিত্রতা দূর করা এবং তাঁদেরকে যেকোন চারিত্রিক ত্রুটি ও মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করা।" (তাফসীরে)

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন,

قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الأحزاب:56)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত তথা দরূদ পেশ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর সালাত তথা দরূদ এবং সালাম পেশ কর।" (সূরাঃ আল আহযাব- ৫৬)

Scanned by CamScanner

www.SahihAqeedah.com

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন,

عن كعب بن عجرة قال:(لما نزلت هذه الآية قلنا يا رسول الله: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

অর্থাৎ, "হযরত কা'ব ইবনু আ'জরা (র.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, যখন এই আয়াতে করীমাটি নাযিল হয়, তখন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি যে, কীভাবে আপনার ওপর সালাম পেশ করতে হবে। এখন আমরা কীভাবে আপনার ওপর সালাত বা দরুদ পেশ করব? (এর জবাবে) তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তোমরা বল, আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মদিন, ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মদিন...।

৩। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন,

قوله تعالى: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (آل عمران: 61)

অর্থাৎ, "(হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক করে তাকে বলুন, আস, আমরা (মুবাহালা তথা দু'পক্ষ পরস্পকে অভিশাপ দেয়ার জন্য) আহ্বান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদেও নারীদেরকে, আমাদেও নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে। অতঃপর আমরা মুবাহালা করি এবং মিথ্যাবাদীদেও ওপর (আল্লাহর) অভিশাপ কামনা করি।" (সূরা: আলে ইমরান- ৬১)

এই আয়াতে আহলু বাইতি রাসূলিল্লাহ তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বংশধরদের উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র সহীহান তথা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত সাআ'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু তাআ'লা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

لما نزلت هذه الآية فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلى

অর্থাৎ, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর যখন এ আয়াত নাযিল হল যে, "বলুন, আস, আমরা (মুবাহালা তথা দু'পক্ষ পরস্পকে অভিশাপ দেয়ার জন্য) আহ্বান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে... ' তখন "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রাদ্বিআল্লাহু তাআ'লা আনহুম) কে ডাকলেন। অতঃপর বললেন, "হে আল্লাহ! এঁরা আমার আহলে বাইত তথা বংশধর।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফ)

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনু হাজার আল-হাইতামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন,

قال ابن حجر الهيتمى: فعلم أنهم المراد من الآية وأن أولاد فاطمة وذريتهم يسمون أبنائه وينسبون إليه نسبة صحيحة نافعة فى الدنيا والآخرة

অর্থাৎ, "সুতরাং, জানা গেল যে, আয়াতে কারীমায় أَبْنَاءَنَا আমাদের পুত্রদেরকে দ্বারা তাঁরা তথা হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রাদ্বিআল্লাহু তাআ'লা আনহুমা) উদ্দেশ্য। আর রাসূল তনয়া হযরত ফাতেমার সন্তান-সন্ততি এবং তাঁদের পরবর্তী বংশধরদেরকে তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সন্তান বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাঁরা তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রকৃত এবং দুনিয়া ও পরকালে উপকারী বংশধর হিসেবে সম্বোদিত হবেন।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা আওলাদে রাসূলের মর্যাদার অন্তরায় নয়, যেমনটি শিয়ারা মনে করেঃ

বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বংশধরদের শান-মান বৃদ্ধি এবং তাঁদেরকে মহব্বতের নামে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র সাহাবায়ে কেরামের শানে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চরম বেয়াদবি করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত গর্হীত। তারা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাকে আওলাদে রাসূলের মর্যাদার অন্তরায় মনে করে। যেমন, ভ্রান্ত শিয়ারা মনে করে থাকে। আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক সাহাবাই সত্যের মাপকাটি। তাঁদের প্রত্যেকেই অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। কুরআনুল কারীমের বহু জায়গায় সাহাবায়ে কেরামের শান বর্ণনা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াতে করীমা নিম্নে উল্লেখ করা হল। যেমন,

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الفتح : 29)

অর্থাৎ, "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সাথে রয়েছেন তথা তাঁর সাহাবাগণ কাফেরদেও ওপর অত্যন্ত কঠোর, নিজেদেও মধ্যে পরস্পরের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল; আপনি তাঁদেরকে দেখবেন, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকু' ও সিজদায় অবনত। তাঁদের লক্ষণ তাঁদের মুখমন্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে, এরকমই তাঁদের বর্ণনা রয়েছে তাওরাতে এবং এরকমই তাঁদের বর্ণনা রয়েছে ইঞ্জিলে। তাঁদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা একটি কিশলয় বের করে অতঃপর ইহাকে শক্ত ও পরিপুষ্ট হয় এবং দৃঢ়ভাবে কান্ডের ওপর দাঁড়ায়, যা কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেও সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনেন ও সৎকাজ করেন আল্লাহ তাঁদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।" (সূরা: আল-ফাত্হ; আয়াত: ২৯)

Scanned by CamScanner

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة: 100)

অর্থাৎ, "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদেরকে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেও প্রতি সন্তুষ্ঠ এবং তাঁরাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ঠ। আর তিনি তাঁদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে ঝরণা প্রবাহিত। যেখানে তাঁরা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসফলতা।" (সূরা: আত-তাওবা; আয়াত: ১০০)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...(الفتح: 18)

অর্থাৎ, " আল্লাহ তা'আলা তো মূমিনদের প্রতি সন্তুষ্ঠ হলেন, যখন তাঁরা বৃক্ষেরনিচে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করল। তাঁদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি (আল্লাহ) অবগত ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাঁদেরকে প্রস্কার হিসেবে দিলেন আসন্ন বিজয়।" (সূরা: আল-ফাত্হ; আয়াত: ১৮)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামের শান বর্ণনা করে ইরশাদ করেন,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري (3673) ، ومسلم (2540)

অর্থাৎ, "হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবায়ে কিরামকে গালি দিওনা। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় কর, তবু তা তাঁদের (সাহাবায়ে কিরামের) এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ পরিমাণ ব্যয়ের সমান হবেনা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফ)

উল্লেখ্য, এসব আয়াতে কারীমা ও হাদীছে সাধারণভাবে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে এবং এতে আহলে বাইত তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং প্রশংসা বিদ্যমান। কেননা, তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত; বরং তাঁরা অন্যান্য সাহাবা থেকে অধিক নিকটবর্তী সাহাবী। কাজেই কোন সাহাবার শানে বেয়াদবী করা মানে আহলে বাইতের শানে বেয়াদবি করা। যেমন, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে বা হযরত হাসান-হোসাইনকে কিংবা আহলে বাইতের অন্য সদস্যকে ভালবাসার নামে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে দোষারোপ করা বা তাঁর প্রতি মিথ্যাঅপবাদ দেয়া প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু তথা আহলে বাইতকে কে দোষারোপ করার নামান্তর। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন একাধারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত, একজন সম্মানিত কাতেবে অহী, কুরাইশ বংশীয় এবং অন্যান্য বহু সাহাবায়ে কিরামের শ্রদ্ধারপাত্র। যদি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলার সাথে তাঁর ইজতিহাদী মতবিরোধ ছিল, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম সেটার সম্মানজনক মীমাংসা করে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দান করেছেন এবং তাঁকে কোনরুপ

দোষারোপ থেকে বিরত থেকেছেন। যুগ যুগ ধরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণ হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করা তো দূরে থাক; বরং তাঁকে যারা দোষারোপ করে তাঁদেরকে গোমরাহ বলেছেন। সহীহ বুখারী শরীফ প্রণেতা ইমাম বুখারী (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর 'আত-তারীখুল কাবীর' এ এবং অন্যান্য হাদীছগ্রন্থে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু'র শানে বর্ণিত হয়েছে যে,

قال عمير بن سعد رضى الله عنه : لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «اللهم أجعله هادياً مهدياً وأهد به»

অর্থাৎ, "হযরত উমাইর ইবনু সা'আদ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু বলনা (অর্থাৎ, তাঁর বিরুদ্ধে কোন খারাপ মন্তব্য করা থেকে দূরে থাক) । কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ব্যাপারে) বলতে শুনেছি যে, (তিনি তাঁর জন্য দোয়া করতেছেন) হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে (হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে) হেদায়তকারী, হেদায়তপ্রাপ্ত কর। আর তাঁর দ্বারা অন্যদের ও হেদায়ত কর।

رواه البخارى فى «التاريخ الكبير»(240/5)، وأحمد فى «المسند» (17929)، والترمذى فى «جامعه» (3843)، والطبرانى فى «المعجم الأوسط» (656)، وفى «مسند الشاميين» (2198)، وابن أبى عاصم فى «الآحاد والمثانى» (3129)، والأجرى فى «الشريعة» (1914،1915)، والخطيب فى «تاريخه» (207/1)، وأبو نعيم فى «الحلية» (358/8)، وفى «أخبار أصبهان» (180/1)، والخلال فى «السنة» (676) وهو صحيح.

বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার একমাত্র নবী-বংশইঃ

এ কথা দিবালোকের চেয়েও সত্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বংশ হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ ব্যতিত পৃথিবীর আর কোন বংশ পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেনা। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে নবীরাই শ্রেষ্ঠ। যেমন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী বলেন,

افضل النوع الانسان– كما قال الفخر الرازى

অর্থাৎ, " হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বংশ হচ্ছে, মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম বংশ।"

আবার নবীদের মধ্যে আমাদের আক্বাও মাওলা সায়্যিদুনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শ্রেষ্ঠ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

অর্থাৎ, "এই সম্মানিত রাসূলগণ। তাঁদের কারো একজনের ওপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

Scanned by CamScanner

তাঁদের মধ্যে কারো কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কারো সাথে কথা বলেছেন।" (সূরা: বাক্বারা; আয়াত: ২৫৩)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলগণ প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তবে তাঁদের মধ্যে মর্যাদার স্তরবিন্যাস রয়েছে। আর এটাও বুঝা গেল যে, নবী-রাসূলদের মধ্যকার মর্যাদার এ স্তরবিন্যাসে সর্বোচ্চ স্তরে আমাদের প্রিয় নবী, খাতামুন্নবিয়্যীন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছেন। আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অন্য নবী রাসূলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁর প্রমাণ হচ্ছে, তিনি পবিত্র মে'রাজের রজনীতে সমস্ত নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামের নামাযে ইমামতি করেছেন, যা সহীহ বুখারী শরীফের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কেননা, শ্রেষ্ঠজনই ইমামতি করে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলঅ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن نصر : حَدَّثَنَا حسين ، عَن زائدة، عَن عَبْد الملك ابن عمير، قَالَ : حَدَّثَنِي أبو بردة، عَن أَبِي موسى، قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ، فَقَالَ: مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এই হাদীছের ব্যাখায় বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলী বলেন,

استدل البخارى بهذا الحَدِيْث عَلَى أن أهل الفضل والعلم أحق بالإمامة من غيرهم؛ فإن النَّبِيّ (أمر أَبَا بَكْر من بين الصَّحَابَة كلهم بالصلاة بالناس، وروجع فِي ذَلِكَ مراراً وَهُوَ يأبى إلا تقديمه فِي الصلاة عَلَى غيره من الصَّحَابَة، وإنما قدمه لعلمه وفضله؛ فأما فضله عَلَى سائر الصَّحَابَة فهو مِمَّا اجتمع عَلَيهِ أهل السنة والجماعة، وأما علمه فكذلك.

অর্থাৎ, "এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি দলীল পেশ করেছেন যে, শ্রেষ্ঠজন এবং জ্ঞানীগণই অন্যদের চেয়ে ইমামতির জন্য অধিক উপযুক্ত। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের অনেকে উপস্থিত থাকলেও হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুকেই মানুষের নামাযে ইমামতি করার আদেশ করেছেন। অথচ (হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুর হৃদয়ের কোমলতার কারণে) বার বার তাঁকে ইমামতির আসনে না দেয়ার অনুরোধ সত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ছাড়া অন্য কোন সাহাবাকে ইমামতিতে অগ্রগামী করতে অস্বীকার করেন। আর তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে) প্রাধান্য দেয়ার কারণ হচ্ছে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞান। আর সমস্ত সাহাবার ওপর হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুর শ্রেষ্ঠত্ব এবং অধিক জ্ঞানের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত।"

(ফতহুল বারী ফী শরহিল বুখারী; কৃত- ইবনু রজব আল হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

একই হাদীছের ব্যাখায় বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলী আরো বলেন, وَقَالَ الليث: يؤمهم أفضلهم وخيرهم، ثُمَّ أقرؤهم، ثُمَّ أسنهم.

অর্থাৎ, "আর ইমাম লাইছ বলেন, লোকদের ইমামতি করবে (প্রথমত) তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বেও অধিকারী এবং উত্তম ব্যক্তি, অতঃপর তাদের মধ্যে অধিক বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারী, অতঃপর তাদের মধ্যে অধিক বয়স্কজন।" (ফতহুল বারী ফী শরহিল বুখারী; কৃত- ইবনু রজব আল হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অন্যান্য সৃষ্টি, সমস্ত মানবজাতি এমনকি নবী-রাসূলদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع" رواه مسلم.

অর্থাৎ, "আমি আদমসন্তানদের সায়্যিদ তথা শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত, আর এতে আমার কোন অহংকার নাই। আর কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম আমার কবরই খোলা হবে। আমিই প্রথম শাফা'আতকারী (সুপারিশকারী), আমার সুপারিশই প্রথম কবুল (গ্রহণ) করা হবে।" (সহীহ মুসলিম শরীফ)।

সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন,

وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين وغيرهم".

অর্থাৎ, "এই হাদীছ সমগ্র সৃষ্টির ওপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শ্রেষ্ঠত্বের দলীল। কেননা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে, সমস্ত আদম সন্তান ফেরেস্তা থেকে উত্তম আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত আদম সন্তান ও অন্যান্য সৃষ্টির চেয়েও শ্রেষ্ঠ।" (শরহু সহীহিল মুসলিম; কৃত- আল্লামা ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)।

নবী-বংশের উপাধি "সায়্যিদ":

প্রনিধানযোগ্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন "সায়্যিদ" অনুরুপ তাঁর পবিত্র বংশধরদেরকেও "সায়্যিদ" বলা হয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে "সায়্যিদ" তথা শ্রেষ্ঠত্বে আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। যেমন, মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وان فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين

অর্থাৎ, "নিশ্চয় হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইন রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা হচ্ছেন জান্নাতের যুবকদের সর্দাও আর হযরত ফাতেমা জাহরা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা হচ্ছেন দুনিয়ার সমস্ত মহিলাদের সর্দার।" (মসনদে ইমাম আহমদ; কৃত- আল্লামা ইমাম আহমদ ইবনুল হাম্বাল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)।

Scanned by CamScanner

আমালী কিতাবে মুসনদে ইমাম আহমদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে,

عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى فاطمة (وإنها لسيدة نساء العالمين)، فقيل يا رسول الله : أهى سيدة نساء عالمها؟، فقالت تلك مريم ابنة عمران، فأما ابنتى فاطمة فهى سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين).

অর্থাৎ, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহার ব্যাপারে ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তিনি (হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) হচ্ছেন দুনিয়ার সমস্ত মহিলাদের সর্দার। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তিনি কি শুধু তাঁর যুগের সমস্ত রমনীদের সর্দার? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, (না); বরং এরকম ছিল ইমরান তনয়া মরিয়ম। আর আমার এই কন্যা ফাতিমা হচ্ছেন দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মহিলাদের সর্দার।" (আমালী; কৃত- আল্লামা ---- রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)

আর মুসতাদরিক আল হাকিম এ বর্ণিত হয়েছে যে,

يا فاطمة ألا ترضين ان تكونى سيدة نساء العالمين ، وسيدة نساء هذه الأمة

অর্থাৎ, "হে ফাতিমা (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি দুনিয়ার সমস্ত মহিলাদের সর্দাও এবং এ উম্মতের সমস্ত রমনীদের সর্দার? (মুসতাদরিক আল হাকিম; কৃত- আল্লামা ---- রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)

وعن عمران بن حصين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : (أما ترضين ان تكونى سيدة نساء العالمين، قالت: فأين مريم ابنة عمران، قال لها: أى بنية، تلك سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء العالمين).

অর্থাৎ, "হযরত ইমরান ইবনু হোসাইন (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহাকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, হে ফাতিমা (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা) তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি দুনিয়ার সমস্ত মহিলাদের সর্দার? তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তাহলে ইমরান তনয়া মরিয়মের অবস্থান কোথায়? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতিমাকে বললেন, হে প্রিয় কন্যা! মরিয়ম আলাইহাস সালাম হচ্ছেন তাঁর যুগের সমস্ত রমনীদের সর্দার। আর তুমি দুনিয়ার সমস্ত মহিলাদের সর্দার।" (; কৃত- আল্লামা ---- রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)

আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হোসাইন রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে সন্তান বলেই সম্বোধন করতেন। যেমন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুর ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

ان ابنى هذا سيد অর্থাৎ, "আমার এই সন্তান (হাসান রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) হচ্ছে সায়্যিদ তথা সর্দার।" (; কৃত- আল্লামা ---- রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)

এভাবে হযরত ফাতিমা (রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা)'র সূত্রে তাঁর দু' সন্তান হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুমার সন্তানগণ আওলাদে রাসূল বা রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বংশধর হিসেবে গণ্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সমস্ত বংশধর সায়্যিদ। এজন্য যুগযুগ ধরে সায়্যিদ বলতেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র বংশধর হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র তিনজন পুত্র সন্তানের কেউ জীবিত ছিলেননা, কাই তাঁর সমস্ত বংশধর তাঁর চারজন কন্যার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছেন। নিম্নে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সন্তানের একটি তালিকা দেয়া হলঃ

তিন পুত্র-সন্তানঃ

১। সায়্যিদুনা হযরত সায়্যিদ কাসেম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রথম স্ত্রী হযরত খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ আলকারশী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা'র সন্তান। তাঁর নামেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপনাম 'আবুল কাসেম' হয়।

২। সায়্যিদুনা হযরত সায়্যিদ আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রথম স্ত্রী হযরত খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ আলকারশী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা'র সন্তান। তাঁর নামেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপনাম 'আত্-ত্বাহির', 'আত্-ত্বায়্যিব' নামেও ডাকা হয়।

৩। সায়্যিদুনা হযরত সায়্যিদ ইব্রাহীম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দাসী হযরত মারিয়া আল-ক্বিবত্বিয়্যাহ রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা'র সন্তান। তাঁর ইন্তিকালের পর কাফিররা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নির্বংশ দাবি করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা 'আল-কাউছার' নাযিল করে কাফিরদেরকে নির্বংশ ঘোষণা করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র ওপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ 'আল-কাউছার'-এর ঘোষণা দেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপরোল্লিখিত তিনপুত্র সন্তানই ছোটকালে ইন্তিকাল করেন।

চার কন্যা-সন্তানঃ

১। সায়্যিদাতুনা হযরত সায়্যিদা জয়নাব রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা।

২। সায়্যিদাতুনা হযরত রুকাইয়্যা জয়নাব রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা।

৩। সায়্যিদাতুনা হযরত সায়্যিদা উম্মু কুলছুম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা।

৪। সায়্যিদাতুনা হযরত সায়্যিদা ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপরোল্লিখিত চার কন্যা-সন্তানের সকলেই তাঁর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ আলকারশী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা'র সন্তান। এঁদেও মধ্যে সায়্যিদাতুনা হযরত সায়্যিদা ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং তিনি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুর স্ত্রী ও সায়্যিদুনা হযরত হাসান ও সায়্যিদুনা হযরত হোসাইন রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুমার মা ছিলেন।

Scanned by CamScanner

নবী বংশের মিথ্যাদাবীদারের পরিণামঃ

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বংশধরদের সম্মান ও মর্যাদার কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীছে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় মুমীন-মুসলমানদের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অন্য যেকোন মানুষ থেকে ঢের বেশি। তাঁদের সম্মান ও শান-শওকত দেখে কিছু মিথ্যাবাদী-স্বার্থপর নিজেদেরকে নবীবংশের দাবি করে বসে, যাতে সাধারণ মুসলমানদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে পারে। বিশেষ করে দুনিয়ার লোভ তাড়িত ব্যক্তিরা মূলত এরকম মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এতে কওে তাঁদের স্বার্থ হাসিল হলেও তাদেও স্বার্থবাদী কর্মকাণ্ডে নবী-বংশের পবিত্রতার ওপর কালিমাযুক্ত হয়। সাধারণ সরলমনা মুসলমানরা সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করতে না পেরে এসব ভন্ডের কারণে সত্যিকার আওলাদে রাসূলগণের বদনাম কওে, ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধিতাও কওে বসে। যা উম্মতের জন্য বড়ই পরিতাপের এবং আল্লাহর গযব নাযিল হওয়ার মাধ্যম। যারা নিজের বংশপরিচয় গোপন করে নিজেকে অন্য কোন বংশের দাবি করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেও ব্যাপারে কঠিন আযাবের হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। আর সে মিথ্যা দাবী যদি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বংশ নিয়ে হয়, তার পরিণাম কত কঠিন হতে পারে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপাওে ইরশাদ করেন,

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه البخارى ومسلم)

অর্থাৎ, "হযরত সায়্যিদুনা সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও অপরকাউকে পিতা বলে দাবি করে, তার জন্য জান্নাত হারাম (অর্থাৎ, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ (رواه البخارى ومسلم)

অর্থাৎ, "হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের থেকে বিমূখ হয়োনা (তাদের বংশকে অস্বীকার করোনা)। যে ব্যক্তি তার পিতৃ-পুরুষদের থেকে বিমূখ হয় (তাদের বংশকে অস্বীকার করে), সেটা কুফরি।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: ... وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (رواه المسلم)

অর্থাৎ, "হযরত ইবরাহীম আততাইমি রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সম্মানিত পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা হযরত সায়্যিদুনা আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা

আনহু আমাদের সামনে বক্তব্য রাখলেন, তিনি (হযরত সায়্যিদুনা আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতিরেকে অপরকাউকে নিজের পিতা বলে দাবি করে অথবা নিজের মুনিবকে বাদ দিয়ে অপরকাউকে নিজের মুনিব বলে দাবি কওে, তার ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং প্রত্যেক মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার থেকে কোন কিছু বিনিময়স্বরুপ গ্রহণ করবেননা।" (সহীহ মুসলিম শরীফ)

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রাহমাতুল্লঅহি আলাইহি তাঁর শরহে মুসলিম এ বলেন,

وأَمَّا قَوْلِى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ اِدَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَم أَنَّهُ غَيْر أَبِيهِ، كَفَرَ

অর্থাৎ, " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম'র ইরশাদ এন অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও অপরকাউকে পিতা বলে দাবি করে, সে কুফরি করলো।" (শরহে সহীহ মুসলিম শরীফ, কৃত ইমাম নববী রাহমাতুল্লঅহি আলাইহি)

وقال قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اِثْنَتَانِ فِى النَّاس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِى النَّسَب ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّت...)

অর্থাৎ, " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম'র ইরশাদ করেন, মানুষের স্বভাবজাত কাজের মধ্যে দুটি কাজ কুফরি। (১) বংশ অস্বীকার করা, (২) মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।" (শরহে সহীহ মুসলিম শরীফ, কৃত ইমাম নববী রাহমাতুল্লঅহি আলাইহি)

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত বর্ণনায় কুফরি করার অর্থ হল, আল্লাহর নে'আমতের অস্বীকার করা। কেননা, বংশধারা আল্লাহর নেয়ামত এবং পিতাও পুত্রের জন্য আল্লাহর নেয়ামত বা বিশেষ অনুগ্রহ। পিতা ব্যতিত পুত্রের অস্থীত্ব কল্পনা করা যায়না। তবে এর দ্বারা ঐ কুফীর বুঝানো হয়নি যা দ্বারা ঈমান থেকে বের হয়ে যায়।

عن أبى ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار.

অর্থাৎ, "হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও অপরকাউকে পিতা বলে দাবি করে, সে কুফরি করলো। আর যে নিজেকে এমন বংশের লোক বলে দাবি করে, যে বংশের সাথে তার আদৌ সম্পর্ক নাই, সে ব্যক্তি নিজের ঠিকানা জাহান্নামে তৈরি করে নিল।" (সহীহ বুখারী মুসলিম শরীফ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ, "হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।" (সহীহ বুখারী,মুসলিম, তিরমিজী, আবূ দাউদ, ইবনু মাযাহ, মসনদে আহমদ শরীফ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র জাহেরী হায়াতে এবং তাঁর

Scanned by CamScanner

(সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল পরবর্তী সময়েও পুণ্যাত্মা মহান সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ওয়ারাদূ আনহুম) এই পবিত্র বংশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। এমনকি সাহাবা পরবর্তী যুগ থেকে অদ্যবধি প্রতিটি মুসলমানের মনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বংশের প্রতি অকুণ্ঠ সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শন করে আসছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

বিশ্ববিখ্যাত লেখক-গবেষক, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ,, সাহিত্যিক, আশেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ূতী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বংশধরদের শানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহু হাদীছে নববী থেকে প্রসিদ্ধ যাটটি হাদীছ সংকলন করে তাঁর নাম দিয়েছেন- "ইহয়াউল মায়্যিতি বিফাদায়িলি আহলিল বাইতি" তথা "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বংশধরদের উসিলায় মৃতকে জীবিত করা"। তাঁর এ বিখ্যাত সংকলনটি বাংলা ভাষাভাষিদের জন্য অনুবাদ করে দেয়ার সংকল্প বহুদিন ধরে আমার মনে লালিত হয়ে আসছে। সময় ও সুযোগের অভাবে দেরিতে হলেও অবশেষে কামলি ওয়ালা নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সদকায় অনুবাদের মত দু:সাহসিক কাজটি করেই নিলাম। একেত অনুবাদ কর্ম এমনিতেই দুর্ভেদ্য তদুপরি আমার জ্ঞানের সল্পতাসহ অন্যান্য অযোগ্যতার সব বৈশিষ্ট এ পুস্তিকায় পাঠকের কাছে ধরা দিতে পারে। সব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে মার্জনার চোখে দেখে একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বংশধরদের প্রতি অন্তরের ভালবাসা নিয়ে পুস্তকাটি পাঠ করলে নিশ্চিত উপকারের আশা করা যায়। তাছাড়া মুদ্রণজনিতসহ যেকোন ত্রুটি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে, তা সাদরে গ্রহণ করে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে।

বুড়িশ্চর নিবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব আলহাজ্ব সেলিম জাহাঙ্গীর চৌধুরীসহ অন্যান্য যাঁরা এ পুস্তক প্রকাশে আন্তরিক পরামর্শসহ যাবতীয় সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের কৃতজ্ঞা প্রকাশের পাশাপাশি কিয়ামতের কঠিণ মুহূর্তে তৃষার্ত হৃদয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নূরাণী হাতে তাঁরই পবিত্র বংশধরদের সাথে হাউজে কাইছারের পানি পান করার তওফীক আল্লাহ যেন দান করেন, সেই দোয়া করি।

পরিশেষে, এ পুস্তকটি পাঠ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বংশধরদের প্রতি সামান্যতম ভালবাসাও যদি পাঠকদের মনে জন্ম নেয়, তবেই শ্রম স্বার্থক হবে।

আরজ গুজার:

মুহাম্মদ জমির হোসাইন ক্বাদেরী

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، هذه ستون حديثاً سميتها إحياء الميت بفضائل أهل البيت".

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আর সালাম (রহমত) বর্ষিত হউক নির্বাচিত বান্দাদের ওপর। ষাটটি হাদীছ এখানে রয়েছে, আমি এদের নামকরণ করেছি احياء الميت بفضائل أهل البيت "আহলে বায়তের উসিলায় মৃত জীবিত হওয়া"

الحديث الأول: أخرج سعيد بن منصور فى سننه :عن سعيد بن جبير رضى الله عنه فى قوله تعالى:﴿قُلْ لاَ أَسْئَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى﴾ قال: قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

হাদীছ নং- ০১: হযরত সা'ঈদ ইবনে মনসুর তাঁর সুনান এ বর্ণনা করেছেন হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী [টীকা১] قُلْ لاَ أَسْئَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى অর্থাৎ, হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি বলে দিন, (নবুয়তি দায়িত্ব পালনে আমার পরিশ্রমের) জন্য আমি তোমাদের থেকে কোন বিনিময় চাইনা, শুধু আমার নিকটাত্মীয়দের ভালবাসা ব্যতিত। সম্পর্কে মন্তব্য করেন। তিনি (হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, الْقُرْبَى বা নৈকট্য প্রাপ্তরা হচ্ছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আত্মীয়।[১]

টীকা ১: সূরা আশ শূরা, আয়াত ২৩।

১. বর্ণনা সূত্র:
১. জামেউল বয়ান- তাবারী -১১:১৪৪।
২. যাখায়েরুল উকবা, মুহীব্বুত তাবারী- পৃষ্ঠা: ৩৩।
৩. অনুরূপ দাবি করেছেন- ইবনুসসির।
৪. আদ্দুররুল মনছুর, লিখক- জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ৫: ৭০১।
৫. বুখারীতেও অনুরূপ রয়েছে। তবে তিনি তাতে আরো বৃদ্ধি করেছেন যে,

(فقال ابن عباس رضى الله عنهما عجلت إن النبى ﷺ لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا ان تصلوا ماينى وبينكم من القرابة)

অর্থাৎ: (হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরের এ কথা শুনে) হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু বলেন, তুমি তাড়াতাড়ি করে ফেললে। কেননা, কুরাইশের কোন শাখা ছিলনা যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয়তা ছিলনা। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার এবং তোমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে তার ভিত্তিতে তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়তা সুলভ আচরণ কর। তাই আমি তোমাদের থেকে কামনা করি। আর লিখক (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) আদ্দুররুল মনছুরে এ হাদীসের একটি অনুসন্ধানী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (সুতরাং বিস্তারিত জানার জন্য তা দেখা যেতে পারে)।

Scanned by CamScanner

الحديث الثانى: أخرج ابن المنذر، وابن ابى حاتم وابن مردويه فى تفاسيرهم، والطبرانى فى المعجم الكبير عن ابن عباس رضى الله عنهما، لما نزلت هذه الآية:﴿قُلْ لاَ أَسْئَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى﴾ قالوا: يارسول الله' من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: على، وفاطمة، وولداهما؛

হাদীছ নং- ০২: ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি হাতিম ও ইবনে মারদাওইয়্যাহ প্রমূখ তাফসীর কারকগণ আপন আপন তাফসিরের কিতাবে এবং ইমাম তাবরানী 'আল মু'জামুল কাবীর'-এ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, যখন [টীকা২] قُلْ لاَ أَسْئَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى আয়াতটি নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার ঐসব নিকটত্মীয় কারা, যাদেরকে ভালবাসা আমাদের ওপর আবশ্যক?
তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে ইরশাদ করলেন, (তারা হল) আলী, ফাতিমা এবং তাঁদের দু'সন্তান।[২]

الحديث الثالث: أخرج ابن ابى حاتم، عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتَرِف حَسَنَةً﴾ قال :المودة لآل محمد ﷺ ؛

হাদীছ নং- ০৩: হাদীছটি ইবনে আবি হাতেম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ তা'আলার বাণী [টীকা৩] وَمَنْ يَقْتَرِف حَسَنَةً অর্থ: এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে حَسَنَةً বা কল্যাণকর কাজ অর্থ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারবর্গের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা।[৩]

টীকা ২: সূরা আশ শূরা, আয়াত ২৩। অনুবাদ ১ নং হাদীছ দ্র.।
টীকা ৩:
ذلك الذى يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسئلكم عليه اجرًا الا المودّة فى القربى ومن يقترف حسنة فزاد له فيها حسنا ان الله غفور شكور
অর্থ: এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্ তাঁর সেসব বান্দাকে, যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকাজ করে। হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি বলে দিন, আমি আমার দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, আমার নিকটতাত্মীয়দের ভালবাসা ব্যতিত। আর যে কেউ কোন ভাল কাজ করে, আমি তার জন্য তাকে সওয়াব বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, গুণগ্রাহী। সূরা আশ্ শুরা, আয়াত : ২৩।

الحديث الرابع : أخرج أحمد، والترمذى وصححه، والنسائى، والحاكم عن المطلب بن ربيعة رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والله لا يدخل قلب امرىء مسلم إيمان، حتى يحبكم لله ولقرابتى) ؛

হাদীছ নং- ০৪: ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিজী (তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন) ইমাম নাসায়ী এবং হাকেম প্রমূখ হযরত মুত্তালিব ইবনে রাবী'য়াহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহর শপথ! ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলিমের ক্বলবে ঈমান প্রবেশ করবেনা, যতক্ষন সে তোমাদেরকে আল্লাহ ও আমার নিকটাত্মীয়দের কারণে (ওয়াস্তে) ভালবাসবেনা।[৪]

الحديث الخامس : أخرج مسلم، والترمذى، والنسائى عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله فى أهل بيتى

হাদীছ নং -০৫: ইমাম মুসলিম, তিরমিজী ও নাসায়ী প্রমূখ হযরত ইয়াজিদ ইবনে আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়তের (হক্বের) ব্যাপারে আল্লাহর (আদেশের) কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।[৫]

---

২. বর্ণনা সূত্র:
১. আল জামে' লি আহ্কামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতবী)- ইমাম কুরতুবী - ৮:২১।
২. তাফসীরে কাবীর- ফকরুদ্দীন রাজী ২৭:১৬৬।
৩. আল মু'জামুল কাবীর- ইমাম তাবরানী- ৩: ৪৭ (২৬৪১)/ ১১: ৩৫১ (১২২৫৯)।
৪. মাজমাউজ জাওয়ায়েদ- আল হায়ছামী ৯:১৬৮/৭:১০৩।
৫. আদ্ দুররুল মনছুর- লিখক (জালালুদ্দীন সুয়ূতী) - ৫:৭০১।

৩. বর্ণনা সূত্র:
১. আল জামেউ লি আহ্কামিল কুরআন- ইমাম কুরতুবী: ৮:২৪।
২. জাওয়াহেরুল ইকদিয়্যিন- আস সামহুদী ২:১৩
৩. আযযুররিয়্যাতুত-তাহেরা- আদ্-দুলারি পৃ. ৭৪, হাদীছ নং ১২১ (হাসান ইবনে আলী (রা.) এর বর্ণনায়)।
৪. আদ্ দুররুল মনছুর- জালালুদ্দীন সুয়ূতী - ৫:৭০১।

৪. বর্ণনা সূত্র:
১. মুসনাদ এ ইমাম আহমদ ১:৩৪২ (১৭৮০)/ ৫:১৭২ (১৭০৬১)।
২. তিরমীজি- ৫: ৬১০ (৩৭৫৮)।
৩. নাসায়ী- ৫:৫১ (৮১৭৫)।
৪. আল মুসতাদরিক- ৪:৮৫:৬৯৬০।

Scanned by CamScanner

الحديث السادس : أخرجه الترمذى وحسنه، والحاكم عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدى كتاب الله، وعترتى أهل بيتى. ولن يتفرقا حتى يردا علىّ الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيهما ؛

হাদীছ নং - ০৬: ইমাম তিরমিজি (তিনি এটিকে হাসান বলেছেন) এবং হাকেম প্রমূখ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা আমার পরে কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা, (তা হচ্ছে) আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও আমার পরিবার পরিজন। তথা আমার আহলে বায়ত। আর নিশ্চয় এ দু'টা (একে অপর থেকে) কখনো বিচ্ছিন্ন হবেনা, যে পর্যন্ত না তারা আমার কাছে আমার হাউজে কাউছারের নিকট অবতরণ না করে। সুতরাং, আমার পরে তাদের সাথে তোমরা কী আচরণ করছ তা লক্ষ্য রেখ।[৬]

الحديث السابع: أخرج عبد بن حُميد فى مسنده عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به بعدى لن تضلّوا: كتاب الله وعترتى أهل بيتى. إنهما لن يتفرقا حتى يردا علىّ الحوض -

---

৫. বর্ণনা সূত্র:
১. মুসলিম শরীফ- ৪:১৮৭৩ (৩৬)।
২. নাসায়ী শরীফ- ৫:৫১ (৮১৭৫) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম এর হাদীছ।
৩. তিরমিজী- (তিরমিজীতে এটি পাওয়া যায়নি যদিও লিখক তিরমীজির কথা উল্লেখ করেছেন)।
৪. মুসনাদ এ ইমাম আহমদ- ৫: ৪৯২ (১৮৭৮০)।
৫. সহীহ ইবনে হোজাইমা- ৪:৬২ (২৩৫৭)।

৬. বর্ণনা সূত্র:
১. তিরমীজি- ৫:৬২২ (৩৭৮৮), তিনি এটাকে হাসান গরীবও বলেছেন, আর তাতে احدهما اعظم من الاخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء لن تضلوا بعدى এর পরে রয়েছে যে, অর্থাৎ- তাদের একটি আরেকটি থেকে মহান। একটি হচ্ছে কিতাবুল্লাহ অপরটি হচ্ছে, আসমান থেকে দীর্ঘ রশি।
২. মুসতাদরিক হাকেম- ৩:১৬০ (৪৭১১), আর তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) এর শর্তমতে, সহীহ সনদ বিশিষ্ট কিন্তু তারা (বুখারী ও মুসলিম) এটি বর্ণনা করেননি। আর এ রকম বলেছেন, ইমাম যাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

হাদীছ নং -৭: আব্দু ইবনে হুমাইদ তাঁর মসনদে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে আমার পরে তোমরা কখনো পথ ভ্রষ্ট হবেনা। তা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও আমার পরিবার পরিজন তথা আহলে বায়ত। নিশ্চয় এ দু'টো ততক্ষণ একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। যতক্ষণ তারা (কুরআন ও আমার আহলে বায়ত) আমার নিকট হাউজে কাউছারে প্রত্যাবর্তন করবে।[৭]

الحديث الثامن: أخرج أحمد وأبو يعلى، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:إنى أوشك أن أُدعى فأجيب، وإنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى أهل بيتى. وإن اللطيف الخبير خبرنى، أنهما لن يتفرّقا حتى يردا علىّ الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيهما ؛

হাদীছ নং -০৮: ইমাম আহমদ, আবু ই'য়ালা প্রমূখ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমি এটা কামনা করি যে, আমাকে (আল্লাহর পক্ষ হতে) আহ্বান করা হবে আর আমিও সাড়া দেব (ইন্তিকাল করব)। আর নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য দু'টি খুবই গুরুত্বপুর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি, (তা হচ্ছে) কিতাবুল্লাহ (কুরআন) এবং আমার পরিবার পরিজন তথা আহলে বায়ত। আর সুক্ষ্ম দ্রষ্টা (আল্লাহ) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তারা উভয়ে (কুরআন এবং আমার আহলে বায়ত) কখনো পৃথক হবেনা যতক্ষণ না উভয়ে আমার নিকট হাউজে কাউছারের নিকট মিলিত হয়। সুতরাং আমার পরে তোমরা তাঁদের সাথে কেমন ব্যবহার করছ তা লক্ষ্য রেখ।[৮]

---

৭. বর্ণনা সূত্র:
১. আল মুন্তাখাব- ১০৭: ২৪০।
২. আল মুসনাদ -৬: ২৩২ (২১০৬৮)/২৪৪ (২১১৪৫)।
৩. মাজমাউজ জাওয়ায়েদ - আল হাইছামি- ৯: ১৬২ (এতে إنى تارك فيكم خليفتين অর্থাৎ: নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য দু'টি খলিফা বা প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছি) উল্লেখ রয়েছে। অনুরূপভাবে বর্ণনা রয়েছে, ইবনে আবি শাইবার 'আল মুসান্নাফ' এ - ৬:৩১৩ (৩১৬৭০) এবং ইমাম ফাসভীর 'মা'রেফাতুত তারিখ'- ৯:৫৩৭ -এ।
৮. বর্ণনা সূত্র:
১. আল মুসনাদ- ৩: ৩৯৩ (১০৭৪৭)।
২. আবু ইয়ালা- ২:৬ (১০১৭)/ ৯:(১০২৩/৪৭:(১১৩৫)।

Scanned by CamScanner

الحديث التاسع: أخرج الترمذى وحسنه، والطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبونى لحبّ الله، وأحبّوا أهل بيتى لحبّى-

হাদীছ নং -০৯: ইমাম তিরমিজী (তিনি হাদীছটিকে হাসান বলেছেন) ও ইমাম তাবরানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেয়ামতরাজি দ্বারা তোমাদেরকে যেভাবে পানাহার করান তার জন্য তাঁকে ভালবাস। আর আল্লাহর ভালবাসা পেতে আমাকে ভালবাস, আর আমার ভালবাসা পেতে আমার পরিবার-পরিজনকে ভালবাস।"[৯]

الحديث العاشر: أخرج البخارى عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه:قال: "ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فى أهل بيته .

হাদীছ নং -১০: ইমাম বুখারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তোমরা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান রক্ষা করবে তাঁর পরিবারবর্গকে সম্মান করার মাধ্যমে।[১০]

---

৯. বর্ণনা সূত্র:

১. তিরমীজি- ৫:৬৩৩ (৩৭৮৯), আর তিনি বলেছেন, হাদীছটি হাসান গরীব।

২. আল মু'জামুল কবীর- ইমাম তাবরানী- ৩:৪৬ (২৬৩৮)।

৩. আল মুসতাদরিক- ইমাম হাকেম- ৩: ১৬২ (৪৭১৬), আর তিনি বলেছেন, হাদীছটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ, তবে তাঁরা হাদীছটি বর্ণনা করেননি। অনুরূপ বলেছেন, ইমাম যাহাবী এবং ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে। (২:১৩০/১৩৭৮)।

১০. বর্ণনা সূত্র:

১. বুখারী, বাবু মানাকিবি ক্বারাবাতি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী - ৩:২৫ (৩৭১৩)/ বাবু মানাক্বিবিল হাসান ওয়াল হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) - ৩২:(৩৭৫১)।

২. ইমাম সামহুদী তাঁর 'জাওয়াহেরুল ইকদিয়্যীন' -২:৩১১।

৩. দারু কুত্বনী - বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে কোন কোন বর্ণনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে এসেছে। তিনি (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, ارقبوا محمدًا ﷺ فى اهل بيته অর্থ, 'তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারবর্গের মাধ্যমে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান দেখাবে।' অপর বর্ণনায় ارقبوا এর স্থলে احفظوا (তোমরা সংরক্ষণ করবে) আছে।

الحديث الحادى عشر: أخرج الطبرانى,والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يابنى عبد المطلب، انى سألت الله فيكم ثلاثا: أن يثبت قلوبكم، وأن يعلم جاهلكم، ويهدى ضالكم، وسألته أن يجعلكم جوداء، نجداء، رحماء. فلو أن رجلا صفن بين الركن والمقام فصلى وصام، ثم مات وهو مبغض لأهل بيت محمد، دخل النار؛

হাদীছ নং ১১: ইমাম তাবরানী ও হাকেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আব্দুল মোত্তালিব[টীকা৪] এর বংশধরগণ! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছি যে, ১. তিনি যেন তোমাদের অন্তরকে (সত্যের ওপর) অটল রাখেন। ২. তোমাদের জাহেল (অজ্ঞ)দের যেন শিক্ষা দান করেন, ৩. এবং তোমাদের পথভ্রষ্টদের যেন সৎ পথ দেখান। আমি তাঁর কাছে আরো প্রার্থনা করেছি তিনি যেন তোমাদেরকে দানশীল, সাহায্যকারী (সম্মানিত), দয়াদ্র করেন। অতঃপর যদি কোন ব্যক্তি রুকন[টীকা৫] ও মক্বামে ইব্রাহীমের মাঝখানে অবস্থান করে, অতঃপর (তাতে) নামাজ আদায় করে এবং রোজা রাখে, অতঃপর (এমতাবস্থায়) মারা গেল যে, সে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরিবার বর্গের (আহলে বায়ত) সাথে হিংসা পোষণকারী, (তাহলে) সে জাহান্নামে প্রবেশ করল।[১১]

الحديث الثانى العاشر: أخرج الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بغض بنى هاشم والأنصار كفر ,وبغض العرب نفاق.

টীকা ৪: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাদা।

টীকা ৫: রুকনে ইয়ামানী। বায়তুল্লাহর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণকে রুকনে ইয়ামানী বলে। এ কোণে হাতে স্পর্শ করা বা চুমু দেওয়া সুন্নাত যা হাদীছ শরীফ দ্বারা সাব্যস্ত।

১. বর্ণনা সূত্র:

১. আল মু'জামুল কাবীর -১১: ১৪২ (১১৪১২)।

২. আল মুসতাদরেক -৩:১৬১ (৪৭১২) এবং তিনি এ হাদীসকে ইমাম মুসলিমের শর্তমতে সহীহ বলেছেন। আর ইমাম যাহাবীও এ কথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং তিনি قلوبكم শব্দের পরিবের্ত يثبت قائمكم (তোমাদের পদক্ষেপ যেন অটল থাকে) উল্লেখ করেছেন। আল্লামা সুয়ুতীর কোন কোন নুসখা (সংস্করনে) ও অনুরূপ পাওয়া যায়।

Scanned by CamScanner

হাদীছ নং- ১২: ইমাম তাবরানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বনী হাশেম[টীকা৬] ও আনসারদের[টীকা৭] ঘৃণা করা কুফরী এবং আরবদের ঘৃণা করা মুনাফেক্বী।[১২]

الحديث الثالث عشر: أخرج ابن عدى فى الإكليل عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من أبغضنا أهل البيت، فهو منافق؛

হাদীছ নং- ১৩: ইবনে আদি 'আল ইক্বলীল' গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের আহলে বাইতকে ঘৃণা করে সে মুনাফিক।[১৩]

الحديث الرابع عشر: أخرج ابن حبان فى صحيحه والحاكم عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ والذى نفسى بيده، لا يبغضنا أهل البيت رجل، إلّا أدخله الله النار؛

টীকা ৬: বনী হাশেম- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা হযরত আব্দুল মোত্তালিব এর পিতা হাশেমের বংশধর।

টীকা ৭: আনসার- মদীনার অদিবাসী। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর সাহায্য করেছেন।

১২. বর্ণনা সূত্র:
আল মু'জামুল কাবীর- ১১:১১৮ (১১৩১২)।

১৩. বর্ণনা সূত্র:
১. 'জাওয়াহেরুল ইকদিয়্যীন' ইমাম সামহুদি-২:২৫।
২. আহমদ মুসনাদ এ ইমাম দায়লামী কর্তৃক বর্ণিত হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর এই হাদীসটির পক্ষেও স্বাক্ষ্য দেন।
ما كنا نعرف المنافقين الا ببغضهم عليا رضى الله عنه অর্থ: আমরা এমন কোন মুনাফিক্ব দেখিনি যে আলী (রা.)কে ঘৃণা করতনা।
৩. হাদীসটি ইমাম আহমদ ও তিরমীজি বর্ণনা করেছেন। তবে শব্দগত বর্ণনা ইমাম আহমদের।

হাদীছ নং-১৪: ইবনে হিব্বান তাঁর 'সহীহ'তে এবং ইমাম হাকেম প্রমূখ হযরত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "শপথ তাঁর, যার হাতে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তিই আমার পরিবারবর্গের (আহলে বাইত) প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।[১৪]

الحديث الخامس عشر: أخرج الطبرانى عن الحسن ابن على رضى الله عنهما، أنه قال لمعاوية بن حديج: يا معاوية بن حديج، إياك وبغضنا، فإن رسول الله ﷺ قال: لا يبغضنا أحد، لا يحسدنا أحد، إلا ذيد يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار؛

হাদীছ নং-১৫: ইমাম তাবরানী হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি (হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজকে বলেন, হে মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজ! তুমি আমাদেরকে ঘৃণা করা থেকে বিরত থাকো, কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেউ যেন আমাদেরকে ঘৃণা না করে, কেউ যেন আমাদেরকে হিংসা না করে। যদি করে তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন হাউজে কাউছার থেকে আগুনের চাবুক মারতে মারতে তাড়িয়ে দেয়া হবে।[১৫]

الحديث السادس عشر: أخرج ابن عدى، والبيهقى فى شعب الأيمان عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ من لم يعرف حق عترتى والأنصار، فهو لإحدى ثلاث: إما منافق، وإما لزنية، وإما لغير طهور، يعنى حملته أمه على غير طهر؛

---

১৪. বর্ণনা সূত্র:
১. সহীহ ইবনে হিব্বান (আল ইহসান) ১৫:৪৩৫ (৬৯৭৮)।
২. আল মুসতাদরিক-৩:১৬২ (৪৭১৭) এবং তিনি বলেন, এই হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত মতে সহীহ বা বিশুদ্ধ। তবে তারা উভয়ে এ হাদীছটিকে বর্ণনা করেননি। আর ইমাম যাহাবী এ হাদিছের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

১৫. বর্ণনা-সূত্র:
১. আল মু'জামুল কবীর- ৩:৮১ (২৭২৬)।
২. আল মু'জামুল আওসত- ৩:২০৩ (২৪২৬)।

Scanned by CamScanner

হাদীছ নং- ১৬: ইবনে আদি এবং ইমাম বায়হাক্বী 'শুয়াবুল ঈমান' এ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার পরিবারবর্গ (বংশধর)ও আনসারদের অধিকার সম্পর্কে জানেনা (তাদের হক আদায় করেনা) সে নিশ্চয় তিনজনের একজন। ১. হয়ত সে মুনাফিক, ২. অথবা সে জারজ, ৩. অথবা সে নাপাকীর সন্তান; অর্থাৎ তার মা তাকে ঋতুকালীন (হায়েজ) অবস্থায় গর্ভধারণ করেছেন।[১৬]

الحديث السابع عشر: أخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أخر ماتكلم به رسول الله ﷺ اخلفونى فى أهل بيتى ؛

হাদীছ নং- ১৭: ইমাম তাবরানী তাঁর 'আল আওসাত' কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে, আমার পরে তোমরা আমার আহলে বাইতকে (পরিবারবর্গ) আমার স্থলাভিষিক্ত (খলিফা) হিসেবে মান্য করবে।[১৭]

الحديث الثامن عشر: أخرج الطبرانى فى الأوسط عن الحسن بن على رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: الزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقى الله وهو يودُّنا، دخل الجنة بشفاعتنا. والذى نفسى بيده، لا ينفع عبدا عمل عمله، إلا بمعرفته حقَّنا ؛

হাদীছ নং-১৮: ইমাম তাবরানী 'আল আওসাত' এ হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার আহলে বাইত বা পরিবারবর্গের সাথে ভালবাসাকে আবশ্যক করে নাও। কেননা, যে ব্যক্তিই আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, সে আমাদেরকে ভালবাসে, সে আমাদের শাফায়াত বা সুপারিশের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, কোন বান্দার আমল ততক্ষন কাজে আসবে না, যতক্ষন না সে আমাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে (রক্ষা করবে)।[১৮]

---

১৬. বর্ণনা সূত্রঃ
১. আল কামেল- ইবনুল আদি- ৩:১০৬০।
২. শু'য়াবুল ঈমান- ২:২৩২ (১৬১৪)।
৩. আল ফেরদৌস- ইমাম দায়লামী ৩:৬৬২ (৫৯৫৫)।
৪. জাওয়াহিরুল ইক্বদিয়্যীন- আস সামহুদী- ২: ২৪।
৫. আছ-ছাওয়াব- আবিশ শাইখ।

১৭. বর্ণনা সূত্রঃ মাজমাউয যাওয়ায়েদ - ইমাম হাইছামী- ৯:১৬৩।

الحديث التاسع عشر: أخرج الطبرانى فى الأوسط عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: خطبنا رسول الله ﷺ فسمعته وهو يقول: أيها الناس، من أبغضنا أهل البيت، حشره الله تعالى يوم القيامة يهودياً۔

হাদীছ নং- ১৯: ইমাম তাবরানী 'আল আওসাত' এ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখলেন, যা আমি শুনেছি। তিনি বলেছেন, হে মানবমন্ডলী! যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাশর করবে ইহুদী হিসেবে।[১৯]

الحديث العشرون: أخرج الطبرانى فى الأوسط عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: يابنى هاشم، إنى قد سألت الله أن يجعلكم نجداء رحماء. وسألته أن يهدى ضالكم، ويؤمن خائفكم، ويشبع جائعكم. والذى نفسى بيده، لا يؤمن أحد حتى يحبكم بحبى. أترجون أن تدخلوا الجنة بشفاعتى، ولا يرجوها بنوعبد المطلب؟

হাদীছ নং- ২০: ইমাম তাবরানী 'আল আওসাত' এ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "হে বনী হাশেম! আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রর্থনা করেছি, তিনি যেন তোমাদের কে দানশীল ও দয়াদ্র করেন। তাঁর কাছে আরো প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন তোমাদের পথভ্রষ্টদেরকে সঠিক পথ দান করেন, তোমাদের ভীতি গ্রস্থদের নিরাপত্তা দান করেন, তোমাদের ক্ষুধার্থদেরকে আহার করান। আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না সে তোমাদেরকে আমার কারণে ভাল বাসবে। তোমরা কি আমার সুপারিশ দ্বারা জান্নাতে যেতে চাও? আর বনু আব্দুল মোত্তালিব তা চায় না? (অথচ তাদেরও সেটা চাওয়া উচিত)।[২০]

---

১৮. বর্ণনা সূত্রঃ
১. আর মু'জামুল আওসাত, ৩:২২ (২২৫১)।
২. ক্বাজী আয়াজ (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) তাঁর 'শেফা -(৩:৪৮) কিতাবে বলেছেন, কোন কোন আলেম বলেন, معرفتهم অর্থ হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা সম্পর্কে জানা। আর যখন তারা (উম্মত) এ সম্পর্কে জানবে তখন তারা তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কারণে তাঁদের (আহলে বাইতের) অধিকার ও সম্মান সম্পর্কে জানবে।

১৯. বর্ণনা সূত্রঃ আল মু'জামুল আওসাত- ৫:১৪ (৪০১১)।

২০. বর্ণনা সূত্রঃ আর মু'জামুল আওসাত, ৮:৩৭৩ (৭৭৫৭)।

Scanned by CamScanner

الحديث الحادى والعشرون: أخرج ابن أبى شيبة، ومسدّد فى مسنديهما، والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول، وأبو يعلى، والطبرانى عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتى أمانٌ لأمتى ؛

হাদীছ নং- ২১: হযরত ইবনে আবিশ শায়বা এবং মুসাদ্দাদ উভয়ে তাঁদের 'মুসনাদ'-এ হাকীম তিরমিজী 'নাওয়াদেরুল উসূল'-এ আবু ইয়ালা এবং তাবরানী প্রমূখ হযরত সালমা ইবনে আকওয়া' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তারকারজি হচ্ছে আসমানের অধিবাসীদের জন্য নিরাপত্তা আর আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত) হচ্ছে, আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা'।[২১]

الحديث الثانى والعشرون: أخرج البزار عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ إنى خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب الله، ونسبى. ولن يتفرقا، حتى يردا على الحوض -

হাদীছ নং- ২২: ইমাম বাযযার হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের জন্য দু'টি প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছি, (তোমরা এঁদের আঁকড়ে ধরলে) এরপর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। (তা হচ্ছে) আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং আমার বংশধর (আহলে বাইত)। আর আমার কাছে হাউজে কাউছারের নিকট মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এঁরা উভয়ে (কুরআন এবং আমার বংশধর) পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবেনা।[২২]

---

২১. বর্ণনা সূত্র:
১. আল-মাত্বালিবুল আলিয়া- ইবনে হাজর আল আসক্বালানী - ৪:২৬২ (৩৯৭২)।
২. মুখতাসারু ইত্তিহাফুস সাদাতিল মাহরা- বুসিরী- ৫:২১০ (৭৫৩৬)।
৩. নাওয়াদিরুল উসূল, ২:১৯৯।
৪. আল মু'জামুল কাবীর- তাবরানী ৭:২২ (৬২৬০)।
৫. আল মারিফাতু ওয়াত তারীখু-আল ফাসভী- ১:৫৩৮।
৬. যাখায়েরুল উকবা- আত্ত্বাবারী, পৃষ্ঠা- ৪৯।
৭. কানযুল উম্মাল- আল মুত্তাকি আল হিন্দ- ১২: ১০১।
৮. আল-মসনদ-আর রুয়ানী -২:২৫৩ (১১৫২)/২৫৮(১১৬৪/১১৬৫)।

২২. বর্ণনা সূত্র:
১. কাশফুল আসতার- হাইছামী, ৩:২২৩ (২৬১৭), ২. মাজমাউজ জাওয়াবেদ- ৯:১৬৩।

الحديث الثالث والعشرون: أخرج البزار عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ إنى مقبوض، وإنى قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله، وأهل بيتى، وإنكم لن تضلوا بعدهما -

হাদীছ নং- ২৩: ইমাম বাযযার হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় আমি ইন্তিকাল করব। আর নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি। (তা হচ্ছে) কিতাবুল্লাহ (কুরআন) এবং আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত)। আর নিশ্চয় তোমরা এ দু'টা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার পর কখনো গোমরাহ হবেনা।[২৩]

الحديث الرابع والعشرون: أخرج البزار عن عبد الله بن الزبير رضى لله عنهما، أن النبى ﷺ قال: مثل أهل بيتى، مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تركها غرق ؛

হাদীছ নং- ২৪: ইমাম বাযযার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন "আমার পরিবারবর্গের (আহলে বাইত) হচ্ছে হযরত নূহ (আ.) এর নৌকার মত, যে তাতে আরোহণ করল সে মুক্তি পেল আর যে তা ছেড়ে দিল (আরোহণ করলনা) সে ডুবে গেল"।[২৪]

الحديث الخامس والعشرون: أخرج البزار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تركها غرق ؛

হাদীছ নং- ২৫: ইমাম বাযযার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত) এর উদাহরণ হচ্ছে হযরত নূহ আলাইহিস্‌সালাম এর নৌকার মত, যে তাতে আরোহণ করল সে মুক্তি পেল। আর যে তাকে ছেড়ে দিল (আরোহণ করলনা) সে ডুবে গেল"।[২৫]

---

২৩. বর্ণনা সূত্র:
১. কাশফুল আসতার - হাইছামী- ৩:২২১ (২৬১২)।
২. মাজমাউজ জাওয়ায়েদ - ৯:১৬৩।

২৪. বর্ণনা সূত্র:
১. কাশফুল আসতার- হাইছামী, ৩:২২২ (২৬২৩)।
২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৯:১৬৮।

Scanned by CamScanner

الحديث السادس والعشرون: أخرج الطبرانى عن أبى ذر رضى الله عنه، سمعت رسول الله ﷺ يقول: مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح فى قوم نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك. ومثل حطة بنى إسرائيل.

হাদীছ নং- ২৬: ইমাম তাবরানী হযরত আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত) এর উদাহরণ হচ্ছে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর উম্মতের জন্য তাঁর নৌকার মত। যে তাতে আরোহন করল সে মুক্তি পেল। আর যে তা হতে পিছন পড়ে রইল (পরিত্যাগ করল) এবং আরোহণ করলনা সে ধ্বংস হল। আর আমার আহলে বাইতের আরো উদাহরণ হচ্ছে, বনী ইসরাঈলের 'হিত্তাতুন'[টীকা৮] এর মত।[২৬]

টীকা ৮: 'হিত্তাতুন' (حطة) এটি বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশকৃত একটি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে যে, তুমি আমাদের অপরাধ মার্জনা কর।' ঘটনা হচ্ছে, যখন বনী ইসরাঈল জান্নাতী খাবার মান্না ও সালওয়া খেতে অরুচিবোধ করল, তখন তারা সে সময়ে নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর নিকট স্বাভাবিক খাদ্যের আবেদন করল। অতঃপর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর আবেদনক্রমে আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিক খাদ্য লাভের সুবিধার্থে তাদেরকে (বনী ইসরাঈলকে) বায়তুল মোক্বাদ্দাস কারো মতে বায়তুল মোক্বাদ্দাসের পার্শ্ববর্তী 'আরীহা', কারো মতে মিসর এ প্রবেশের নির্দেশ প্রদান করল। এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এও আদেশ করা হয়ে যে, আল্লাহ তা'আলার মাহত্ম্য ও মর্যাদা স্মরণ করে এ জনপদের প্রবেশদ্বারে নতশিরে 'হিত্তাতুন' বলতে বলতে প্রবেশ কর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা না করে বুক টান করে, মাথা পশ্চাৎ দিকে হেলিয়ে 'হিত্তাতুন' শব্দের পরিবর্তে 'হিনতুতাতুন' (حنطة) শব্দ বলতে বলতে তথায় প্রবেশ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তদের এহেন বিদ্রুপাত্মক আচরণ ও অবাধ্য কাজের শাস্তি স্বরূপ তাদের মাঝে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে দেন। সংক্রমিত প্লেগ অল্প কয়েকদিনে তাদের ৭০ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। আর যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ মেনে 'হিত্তাতুন' বলতে বলতে প্রবেশ করেছিল, তারা রক্ষা পায়। (জালালাইন, বুখারী)।

২৫. বর্ণনা সূত্র:

১. কাশফুল আসতার- হাইছামী, ৩:২২২ (২৬১৫)।
২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ - ৯:১৬৮।
৩. মু'জামুল কাবীর- তাবরানী, ৩:৪৬ (২৬৩৮)।
৪. আল- হুলিয়্যাহ- আবু নঈম, ৪:৩০৬।

২৬. বর্ণনা সূত্র:

১. আল-মু'জামুল আওসাত-৪:২৮৩ (৩৫০২)/৬:২৫১ (৫৫৩২)।
২. আল-মু'জামুস সাগীর, ১:১৩৯।
৩. আল মুসতারিক, ইমাম হাকেম, ২:৩৭৩ (৩৩১২)।
৪. মুখতাসারু ইত্তিহাফুল খাইর, ৫:২১১ (৭৫৪০)।
৫. কাশফুল আসতার, হাইছামী, ৩:২২২ (২৬১৪)।

الحديث السابع والعشرون: أخرج الطبرانى فى الأوسط عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق ؛

وإنما مثل أهل بيتى فيكم كمثل حطة بنى إسرائيل، من دخل غفر له ؛

হাদীছ নং- ২৭: ইমাম তাবরানী 'আল আওসাত' এ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় আমার পরিবারবর্গের (আহলে বাইত) উদাহরণ হচ্ছে, নূহ আলাইহিস্‌সালাম এর নৌকার মত, যে তাতে আরোহন করল সে মুক্তি পেল। আর যে তা থেকে পিছিয়ে পড়ল (আরোহণ করলনা) সে ডুবে গেল।
আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারবর্গের (আহলে বাইত) উদাহরণ হচ্ছে, বনী ইসরায়েলের 'হিত্তাতুন' এর মত। যে তাতে প্রবেশ করল সে ক্ষমা প্রাপ্ত হল"।[২৭]

الحديث الثامن والعشرون: أخرج ابن النجار فى تاريخه عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال:قال رسول الله ﷺ لكل شىء أساس، وأساس الإسلام حبُّ أصحاب رسول الله ﷺ وحُبُّ أهل بيته ؛

হাদীছ নং- ২৮: ইবনে নাজ্জার তাঁর 'তারীখ'-এ হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক কিছুর একটি মূল আছে। আর ইসলামের মূল হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের এবং তাঁর পরিবারবর্গ (আহলে বাইত)'কে ভালবাসা"।[২৮]

الحديث التاسع والعشرون: أخرج الطبرانى عن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ كل بنى أنثى فإن عصبتهم لأبيهم، ما خلاولد فاطمة، فإنى عصبتهم، فأنا أبوهم ؛

---

২৭. বর্ণনা সূত্র:

১. আল-মু'জামুল আওসাত- ৬:৪০৬ (৮৫৬৬)।
২. আল মু'জামুস সাগীর- ২:২২।

২৮. বর্ণনা সূত্র: 'আদ্-দুররুল মনসুর' জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ৬:৭।

Scanned by CamScanner

হাদীছ নং- ২৯: ইমাম তাবরানী হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক নারীর ঔরসজাত সন্তানদের বংশ পরিচয় নির্ণয় হয় তাদের পিতার দিক থেকে। শুধু (আমার কন্যা) ফাতেমার (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)'র সন্তানগণ ব্যতিত। (অর্থাৎ, ফাতিমার সন্তানগণের বংশ পরিচয় হবে মাতার দিক দিয়ে, পিতার দিক দিয়ে নয়) কেননা, আমিই তাদের 'আসাবা'[টীকা৯] এবং আমিই তাদের পিতার স্থলাভিষিক্ত (অভিভাবক হিসেবে)"।[২৯]

الحديث الثلاثون: أخرج الطبرانى عن فاطمة الزهراء رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ كل بنى أم ينتمون إلى عصبتهم، إلا ولدى فاطمة، فأنا وليهما وعصبتهما؛

হাদীছ নং- ৩০: ইমাম তাবরানী হযরত ফাতেমাতুজ জাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক মায়ের সন্তানেরই বংশীয় সম্পর্ক নির্ণীত হয় তাদের পিতার দিক দিয়ে। কিন্তু ফাতেমার সন্তানদের ব্যতিত। কেননা, আমিই তাঁদের অভিভাবক এবং তাদের বংশীয় উর্ধতন পুরুষ। তাই আমার দিকেই তাদের বংশীয় সম্পর্ক নির্ণীত হবে"।[৩০]

الحديث الحادى والثلاثون: أخرج الحاكم عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لكل بنى أم عصبة ينتمون إليهم، إلا ابنى فاطمة، فأنا وليهما وعصبتهما؛

হাদীছ নং- ৩১: ইমাম হাকেম হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক মায়ের সন্তানেরই বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে, যা তাঁদের (পিতার) দিকে সম্পর্কিত হয়। তবে ফাতেমার দুই সন্তান ব্যতিত। কেননা, আমি তাঁদের অভিভাবক এবং তাদের আসাবা (অর্থাৎ তাঁদের বংশীয় সম্পর্ক নির্ণীত হবে আমার দিকে)"।[৩১]

টীকা ৯: 'আসাবা' আরবী ভাষায় 'আসাবা' শব্দের অর্থ 'মাংসপেশী', যাদের সাথে রক্ত সম্পর্ক আছে। ফরায়েজের ভাষায়: যাবিল ফুরুজ নির্দিষ্ট অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট অংশ আসাবাদের মধ্যে বণ্টিত হয়।

২৯. বর্ণনা সূত্র: ১. আল- মু'জামুল কবীর, ৩:৪৪ (২৬৩১), ২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ইমাম হাইছামী, ৪:২২৪।

৩০. বর্ণনা সূত্র: ১. আল মু'জামুল কাবীর, ৩:৪৪ (২৬৩২), ২. আবু ইয়াআলা, ৬:১৬১ (৬৭০৯), ৩. তারীখু বাগদাদ- আল খতীব আল বাগদাদী, ১১:২৮৫, ৪. আল মাকাসিদুল হাসানা, ইমাম সাখাভী, পৃ. ৩৮১।

৩১. বর্ণনা সূত্র: আল মুসতাদরিক (তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন), ৩:১৭৯ (৪৭৭০), ইমাম যাহাবী ও তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

الحديث الثانى والثلاثون: أخرج الطبرانى فى الأوسط عن جابر رضى الله عنه، أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول للناس حين تزوج بنت على رضى الله عنه: ألاتهنئونى! سمعت رسول الله ﷺ يقول ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب، إلا سببى ونسبى؛

হাদীছ নং- ৩২: ইমাম তাবরানী 'আল-আওসাত' এ হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কন্যাকে (উম্মে কুলসুম) বিয়ে করেন, তখন মানুষকে লক্ষ করে বলতে শুনেছেন যে, "সাবধান! তোমরা আমাকে স্বাগত জানাবেনা?, কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সকল উপায় (উসিলা) ও বংশীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; কিন্তু আমার উপায় ও বংশীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবেনা"।[৩২]

الحديث الثالث والثلاثون: أخرج الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، إلا سببى ونسبى-

হাদীছ নং-৩৩: ইমাম তাবরানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক উপায় ও বংশীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, শুধু আমার উপায় (উসিলা) ও বংশীয় সম্পর্ক ব্যতিত"।[৩৩]

الحديث الرابع والثلاثون: أخرج ابن عساكر فى تاريخه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة، إلا نسبى وصهرى؛

---

৩২. বর্ণনা সূত্র:
১. আল মু'জামুল আওসাত, ৬:২৮২ (৫৬০২)।
২. আস সুনানুল কুবরা, ইমাম বায়হাক্বী, ৭:১০১ (১৩৩৯৩)/ ৭:১৮৫ (১৩৬৬০)।
৩. আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী, ৩:৪৫ (২৬৩৫)।
৪. আয যুররিয়্যাতুত ত্বাহিরা, আদ দুলাভী পৃ. ১১৫ হাদীছ নং- ২১৯।

৩৩. বর্ণনা সূত্র:
১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ইমাম হাইছামী, ৯:১৭৩।
২. আল মু'জামুল কাবীর, ইমাম তাবরানী, ২:২৭ (৩৩) (মসুরা ইবনে মাখরামা এর সূত্রে)।
৩. আল মু'জামুল আওসাত, ৬:২৮২ (৫৬০২)।
৪. আস সুনানুল বায়হাক্বী, ৭:১০২ (২৩২৯৪)/ ১৮৫ (১৩৬৬০)।

Scanned by CamScanner

হাদীছ নং- ৩৪: ইবনে আসাকির তাঁর 'তারীখ' এ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক বংশীয় ও বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়তা কিয়ামতের দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, শুধু আমার বংশীয় ও বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়তা ব্যতিত। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার কোন আত্মীয়তাই নষ্ট হবেনা"।[৩৪]

الحديث الخامس والثلاثون: أخرج الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتى أمان لأمتى من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا، فصاروا حزب إبليس ؛

হাদীছ নং-৩৫: হাকেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "(আসমানের) তারকারাজি পৃথিবীবাসীর জন্য (সমুদ্রে) ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকার উপায়, আর আমার পরিবারবর্গ (আহলে বায়ত) আমার উম্মতের জন্য মতবিরোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। সুতরাং যখন আরবের কোন গোত্র তাঁদের (আহলে বাইতের) বিরোধীতা করেছে (অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছে) তখনই তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলতঃ তারা শয়তানের দলভুক্ত হয়ে গেছে"।[৩৫]

الحديث السادس والثلاثون: أخرج الحاكم عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ وعدنى ربى فى أهل بيتى، من أقر منهم بالتوحيد، ولى بالبلاغ، أنه لايعذبهم-

হাদীছ নং-৩৬: হাকেম হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতিপালক (আল্লাহ) আমাকে আমার পরিবারবর্গের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (আহলে বাইতের) যাঁরাই আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃত দিবে, তাঁদের ব্যাপারে আমাকে এ কথা বলতে নিযুক্ত করা হয়েছে যে, তাঁদেরকে আযাব দেয়া হবেনা"।[৩৬]

---

৩৪. বর্ণনা সূত্রঃ
১. আল মু'জামুল কাবীল, তাবরানী- ৩:৪৫ (২৬৩৪)।
২. আল ফাওয়ায়েদ, তাম্মাম রাজী, ২:৩৩৩ (১৬০৩)।
৩. আস সুনানুল কুবরা, ৭:১০২ (১৩৩৯৫/১৩৩৯৬) মোসাওয়ার ইবনে মাখরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস থেকে।

৩৫. বর্ণনা সূত্রঃ ১. আল মুসতাদরিক, ৩:১৬২ (৪৭১৫)।

৩৬. বর্ণনা সূত্রঃ ১. আল মুসতাদরিক, ৩:১৬৩ (৪৭১৮)।

الحديث السابع والثلاثون: أخرج ابن جرير فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ قال:من رضا محمد: أن لا يدخل أحدٌ من أهل بيته النار؛

হাদীছ নং- ৩৭: হযরত ইবনে জারীর তাঁর 'তাফসীর'-এ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস) আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى অর্থ: 'আপনার প্রতিপালক (আল্লাহ) অচিরেই আপনাকে দিবেন; যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।' এর তাফসীরে বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি হচ্ছে যে, তাঁর পরিবারবর্গ (আহলে বাইত) এর কেউ যেন জাহান্নামে প্রবেশ না করে"।[৩৭]

الحديث الثامن والثلاثون: أخرج البزار، وأبو يعلى، والعقيلى، والطبرانى، وابن شاهين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ إنَّ فاطمة أحصنت فرجها، فحرّم الله ذريتها على النار؛

হাদীছ নং-৩৮: ইমাম বাযযার, আবু ইয়ালা, উক্বাইলী, তাবরানী এবং ইবনে শাহীন প্রমূখ (মুহাদ্দীসীন) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) নিজের লজ্জাস্থানকে পবিত্র রেখেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তানদেরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করেছেন"।[৩৮]

---

৩৭. বর্ণনা সূত্রঃ
১. 'জামেউল বায়ান', ইবনে জারীর ১২:৬২৪ (৩৭১৫)।
২. আদ্ দুররুল মনসুর, লিখক জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ৬:৬১০।
৩. 'আল জামে লি আহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী)', ইমাম কুরতুবী ১০:৮৪।
৪. 'আল ফেরদৌস'- ইমাম দায়লামী ২:৩১০ (৩৪০৩) (তিনি হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি আমার মহামান্বিত প্রতিপালককে আবেদন করেছি এজন্য যে, আমার পরিবারবর্গের (আহলে বাইতের) একজনও যেন জাহান্নামে না যায়। অতঃপর, তা আমাকে দেয়া হয়েছে।

৩৮. বর্ণনা সূত্রঃ
১. কাশফুল আসতার, হাইছামী, ৩:২৩৫ (২৬৫১)।
২. আল মু'জামুল কাবীর, তাবরানী, ৩:৪১ (২৬২৫)।
৩. আল মাতালিবুল আলিয়া, ইবনুল হাজর, ৪:২৫৮ (৩৯৫৯)।
৪. আল ফাওয়ায়েদ, তাম্মাম রাজী, ১:১৫৪ (৩৫৬)/ ১৫৫ (৩৫৭)।
৫. মুখতাসারু ইত্তিহাফুল খাইর, বুসরী ৯:২১৭ (৭৫৬৪)।
৬. আল হুলিয়্যাহ, আবু নঈম, ৪:১৮৮।

Scanned by CamScanner

الحديث التاسع والثلاثون: أخرج الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لفاطمة رضى الله عنها: إن الله غير معذبك ولا ولدك ؛

হাদীছ নং- ৩৯: ইমাম ত্বাবরানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এবং তোমার সন্তানদেরকে আযাব দিবেন না'।[৩৯]

الحديث الأربعون: أخرج الترمذى وحسنه عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ يـاأيها الناس، إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتى ؛

হাদীছ নং- ৪০: ইমাম তিরমিজি (তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন) হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। (তা হচ্ছে) কিতাবুল্লাহ্ (আল কুরআন) এবং আমার পরিবারবর্গ (বংশধর)'।[৪০]

الحديث الحادى والأربعون: أخرج الخطيب فى تاريخه عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ شفاعتى لأمتى، من أحبَّ أهل بيتى ؛

হাদীছ নং- ৪১: খতীব বাগদাদী তাঁর 'আত-তারীখ'-এ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের ঐসব লোকের জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) থাকবে একমাত্র যারা আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত) কে ভালবেসেছে"।[৪১]

---

৩৯. বর্ণনা সূত্র:
১. আল মু'জামুল কাবীর, ১১:২১০ (১১৬৮৫)।
৪০. বর্ণনা সূত্র:
১. আল জামেউস সহীহ, ইমাম তিরমিজি ৫:৬২১ (৩৭৮৬)।
২. দেখুন, হাদীছ নং ৬, ৭ ও ৮ এর বর্ণন সূত্র।
৪১. বর্ণনা সূত্র:
১. তারীখু বাগদাদ- ২:১৪৬।

الحديث الثانى والأربعون: أخرج الطبرانى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ أول من أشفع له من أمتى، أهل بيتى؛

হাদীছ নং- ৪২: ইমাম ত্বাবরানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি আমার উম্মতের যাদের জন্য সর্বপ্রথম শাফায়াত (সুপারিশ) করব, তাঁরা হলেন, আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত)'।[৪২]

الحديث الثالث والأربعون: أخرج الطبرانى عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أبيه قال: خطبنا رسول الله ﷺ بالجحفة فقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يارسول الله، قال: فإنى سائلكم عن اثنين، عن القرآن، وعترتى؛

হাদীছ নং- ৪৩: ইমাম ত্বাবরানী হযরত মোত্তালিব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হানত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে যুহফাতে ভাষণ দিলেন, অতঃপর বললেন, 'আমি কি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রাণের চেয়েও নিকটে নই? সাহাবা সকলে বলল, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে দু'টি বিষয়ে দায়িত্ব দিচ্ছি, (তা হচ্ছে) কুরআনের ব্যাপারে এবং আমার পরিবারবর্গের (বংশধরদের) ব্যাপারে।[৪৩]

الحديث الرابع والأربعون: أخرج الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، وعن محبتنا أهل البيت؛

---

৪২. বর্ণনা সূত্র:
১. আল মুজামুল কাবীর, ১২:৩২১ (১৩৫৫০)।
২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাইছামী, ১:৩৮০।
৩. আল মাওদাহ, খতীব বাগদাদী ২:৪৮।
৪. আল ফেরদৌস, দায়লামী, ১:২৩ (২৯)।
৫. আল কামেল, ইবনে আদী, ২:৭৯০।
৪৩. বর্ণনা সূত্র:
১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাইছামী ৫:১৯৫।

Scanned by CamScanner

হাদীছ নং- ৪৪: ইমাম ত্বাবরানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কোন বান্দাহ ততক্ষণ অগ্রসর হতে পারবেনা, যতক্ষণ না তাকে চারটি প্রশ্ন করা হবে। (তা হচ্ছে) ১. তার বয়সের ব্যাপারে যে, সে তা কীভাবে ব্যয় করেছে, ২. তাঁর শরীরের ব্যাপারে যে, তা সে কীভাবে ক্ষয় করেছে। ৩. তার সম্পদের ব্যাপারে যে, সে তা কীভাবে খরচ করেছে এবং কোথায় হতে আয় করেছে। ৪. এবং আমার পরিবারবর্গের (আহলে বাইত) ভালবাসার ব্যাপারে'।[৪৪]

الحديث الخامس والأربعون: أخرج الديلمي عن علي رضى الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: أول من يرد عليّ الحوض، أهل بيتى؛

হাদীছ নং- ৪৫: ইমাম দায়লামী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "সর্ব প্রথম যাঁরা আমার কাছে হাউজে কাউছারে অবতরণ করবে, তাঁরা হচ্ছেন আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত)। অর্থাৎ, তাদেরকে সর্ব প্রথম পান করানো হবে"।[৪৫]

الحديث السادس والأربعون: أخرج الديلمي عن علي رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبِّ نبيكم، وحبِّ أهل بيته، وعلى قرأة القرآن. فإن حملة القرآن فى ظل الله يوم لا ظلّ إلا ظله، مع أنبيائه وأصفيائه ؛

---

৪৪. বর্ণনা সূত্রঃ
১. আল মু'জামুল কাবীর, ১১:৮৩ (১১১৭৭)।
২. আল মু'জামুল আওসাত, ১০:১৮৫ (৯৪০২)।
৩. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাইছামী ১০:৩৪৬ হযরত আবু বরযা'র বর্ণনায় অনুরূপ রয়েছে তবে সেখানে অতিরিক্ত বর্ণনায় আছে।
قيل: يا رسول الله، فما علامة حبكم؟ فضرب بيده على منكب عليّ رضى الله عنه
অর্থাৎ- তাঁকে নিবেদন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনাদেরকে কোন লোক ভালবাসে তার চিহ্ন কী? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র হাত হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাঁধে রাখলেন অর্থাৎ, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ভালবাসার প্রতি ইঙ্গিত করলেন।
৪. আল আওসাত তাবরানী এও অনুরূপ রয়েছে।

৪৫. বর্ণনা সূত্রঃ
১. কানযুল উম্মাল, আল মুত্তাকী আল হিন্দ, ১২:১০০ (৩৪১৭৮)।
২. ইমাম দায়লামী ও এটা সম্পৃক্ত করেছেন।

হাদীছ নং- ৪৬: ইমাম দায়লামী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমার সন্তানদেরকে তিনটি বিষয়ে শিষ্টাচার শিক্ষা দাও। তা হচ্ছে, ১. তোমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালবাসা, ২. এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিবারবর্গের (আহলে বাইত) ভালবাসা ৩. এবং কুরআন পড়ার শিক্ষা, কেননা কুরআন বহনকারী সেদিন (কেয়ামতের দিন) আল্লাহর (আরশের) ছায়ার নিচে তাঁর নবীগণ এবং তার পবিত্র বান্দাদের সাথে থাকবে, যেদিন তাঁর ছায়া (আরশের) ব্যতিত আর কোন ছায়া থাকবেনা"।[৪৬]

الحديث السابع والأربعون: أخرج الديلمي عن علي رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ أثبتكم على الصراط، أشدكم حبّاً لأهل بيتى وأصحابى ؛

হাদীছ নং- ৪৭: ইমাম দায়লামী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে সিরাতের[টীকা১০] ওপর ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি অটল থাকবে, যে আমার বংশধরগণ ও আমার সাহাবাগণকে বেশি বেশি ভালবাসবে"।[৪৭]

الحديث الثامن والأربعون: أخرج الديلمي عن علي رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي، والقاضى لهم حوائجهم، والساعى لهم أمورهم عندما اضطروا، والمحبُّ لهم بقلبه ولسانه ؛

হাদীছ নং- ৪৮: ইমাম দায়লামী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন আমি চার ব্যক্তির জন্য সুপারিশকারী হব। (তারা হল) ১. আমার বংশধরদেরকে সম্মান কারী, ২. তাঁদের প্রয়োজন পূরণকারী, ৩. তাঁরা যখন কোন বিষয়ে সংকটে পড়বে তখন তাঁদেরকে সহযোগিতাকারী, এবং ৪. তাঁদেরকে অন্তর ও জবান (মুখ) দ্বারা (প্রকৃত) ভালবাসা পোষণকারী'।[৪৮]

---

৪৬. বর্ণনা সূত্রঃ
১. কানযুল উম্মাল, আল মুত্তাক্বী আল হিন্দ ১৬:৪৫৬ (৪৫৪০৯)।
২. কাশফুল খাফা, আল আজলূনী, ১:৭৪ (১৭৪)।

৪৭. বর্ণনা সূত্রঃ
১. আল কামেল, ইবনু আদী, ৬:২৩০৪।
২. কানযুল উম্মাল, আল মুত্তাফিউল হিন্দ, ১২:৯৬ (৩৪১৫৭)।

Scanned by CamScanner

الحديث التاسع والأربعون: أخرج الديلمى عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ اشتد غضب الله على من آذانى فى عترتى-

হাদীছ নং- ৪৯: ইমাম দায়লামী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত)'র ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেয় (যেহেতু আমার পরিবারবর্গকে কষ্ট দেয়া মানে আমাকে কষ্ট দেয়া তাই), আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপরে ভীষণ রাগান্বিত হন'।[৪৯]

الحديث الخمسون: أخرج الديلمى عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ إن الله يبغض الأكل فوق شبعه، والغافل عن طاعة ربه، والتارك لسنّة نبيه، والمخفر ذمته، والمبغض عترة نبيه، والمؤذى جيرانه-

হাদীছ নং-৫০: ইমাম দায়লামী হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্তদের ওপর রাগান্বিত হন, ১. তৃপ্ত হওয়ার পরও খাদ্য গ্রহণকারী, ২. আপন প্রতিপালকের অনুসরণ থেকে অমনোযোগী, ৩. তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সুন্নাতকে পরিত্যাগকারী, ৪. নিজ দায়িত্বে অবহেলাকারী, ৫. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বংশধর (আহলে বাইত)'র প্রতি হিংসা পোষণকারী, ৬. নিজ প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারী'।[৫০]

টীকা ১০: 'সিরাত' সিরাত হচ্ছে জাহান্নামের ওপরে স্থাপিত একটি চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম, তরবারীর চেয়ে ধারালো, অসংখ্য কাটাযুক্ত, অন্ধকার ও বিকটশব্দপূর্ণ দীর্ঘ সেতু বা পুল।

৪৮. বর্ণনা সূত্র:
১. যাখায়েরুল উক্বাবা, তাবরানী- পৃ. ৫০।
২. কানযুল উম্মাল, আল মুত্তাক্বিউল হিন্দ -১২:১০০ (৩৪১৮০)।
৩. ইত্তিহাফু সা-দাতিল মুত্তাক্বীন, ৮:৭৩।
৪. জাওয়াহিরুল ইক্বদিয়্যীন, আস সামহুদী, ২:৩৮৩।

৪৯. বর্ণনা সূত্র:
১. কানযুল উম্মাল, আল মুত্তাক্বীউল হিন্দ, ১২:৭১৩ (৩৪১৪৩)।
২. যাখাইরুল উক্বা, তাবারী, পৃ. ৮৩ (হযরত আলী থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর ফেরেশতাগণ কঠোরভাবে রাগান্বিত হন সে ব্যক্তির ওপর যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্ত প্রবাহিত করে, অথবা তাঁর পরিবার বর্গের দিক দিয়ে তাঁকে কষ্ট দেয়।)

৫০. বর্ণনা সূত্র:
কানযুল উম্মাল, আল মুত্তাক্বিউল হিন্দ, ১৬:৮৭ (৪৪০২৯)।

الحديث الحادى والخمسون: أخرج الديلمى عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ أهل بيتى والأنصار كرشى وعيبتى، وصحابىّ، وموضع مسرتى، وأمانتى. فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم-

হাদীছ নং-৫১: ইমাম দায়লামী হযরত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার পরিবারবর্গ (আহলে বায়ত) এবং আনসারগণ আমার ঘনিষ্ট, আমার ভরসাস্থল, আমার সাহাবা, আমার আনন্দস্থল এবং আমার নিরাপত্তা। সুতরাং তোমরা তাঁদের ভাল কাজ সমূহ গ্রহণ কর এবং মন্দ কাজ সমূহ এড়িয়ে চল"।[৫১]

الحديث الثانى والخمسون: أخرج أبو نعيم عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ من أولى رجلا من بنى عبد المطلب معروفا فى الدنيا، فلم يقدر المطّلبى على مكافأته، فأنا أكافئه عنه يوم القيامة ؛

হাদীছ নং- ৫২: আবু নু'আইম হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বনি আব্দুল মোত্তালিব (আব্দুল মোত্তালিব এর বংশ)'র কোন কারো সাথে সদাচারণ করল, অথচ বনী মোত্তালিব তা শোধ করতে পারলনা, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তাঁকে এর পূর্ণ প্রতিদান (পারিশ্রমিক) তাঁদের পক্ষ থেকে দিয়ে দেব।[৫২]

---

৫১. বর্ণনা সূত্র:
১. আল ফেরদৌস, দায়লামী, ১:৪০৭ (১৬৪৫)।
২. ইমাম তিরমিজি (৫:৬৭১) হযরত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ألا إن عيبتى التى آوى إليها أهل بيتى، وإن كرشى الانصار، فاغفوا عن مسيئهم، واقبلوا من محسنهم'

অর্থাৎ: সাবধান! নিশ্চয় আমার ভরসাস্থল, যাদের কাছে আমি ভরসা রাখতে পারি, তারা হল আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত), আর নিশ্চয় আমার ঘনিষ্টজন হচ্ছে আনসারগণ। সুতরাং, তোমরা তাদের সাথে দূর্ব্যবহার থেকে বিরত থাক এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারে যত্নবান হও।" ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদীছটি হাসান।

৫২. বর্ণনা সূত্র:
১. হলিয়্যাতুল আউলিয়া, ১০:৩৬।

Scanned by CamScanner

الحديث الثالث والخمسون: أخرج الخطيب عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ من صنع صنيعةً إلى أحد من خلف عبد المطلب فى الدنيا، فعلى مكافته إذا لقينى-

হাদীছ নং- ৫৩: খতীব বাগদাদী হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আব্দুল মুত্তালিব এর পরবর্তী বংশধরদের কোন ব্যক্তির জন্য কোন কাজ (উপকার) করে দিল, তাহলে আমার ওপর তার প্রতিদান দেয়া আবশ্যক করে নিলাম, যখন সে আমার সাথে সাক্ষাত করবে।[৫৩]

الحديث الرابع والخمسون: أخرج ابن عساكر عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ من صنع إلى أحد من أهل بيتى يداً، كافأته يوم القيامة-

হাদীছ নং- ৫৪: ইবনু আসাকির হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত)'র কারো জন্য একহাত পরিমাণ কোন কাজ করে দিবে, আমি কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান দিব।[৫৪]

الحديث الخامس والخمسون: أخرج البارودى عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، سببٌ طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، وعترتى أهل بيتى، وإنهما لن يتفرقا، حتى يردا علىَّ الحوض-

হাদীছ নং- ৫৫: বারুদী হযরত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা। (তার একটি হচ্ছে) কিতাবুল্লাহ্ (কুরআন) (যার) একপার্শ্ব আল্লাহর হাতে এবং অপর পার্শ্ব তোমাদের হাতে। আর (অপরটি হচ্ছে) আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত)। আর নিশ্চয় এঁরা উভয়ে (কুরআন ও আহলে বাইত) হাউজে কাউছারের নিকট আমার সাথে সাক্ষাত না করা পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবেনা।[৫৫]

---

৫৩. বর্ণনা সূত্র:
১. তারিখু বাগদাদ, খতীব বাগদাদী, ১০:১০৩।
২. আল মু'জামুল আওসাত, ইমাম তাবরানী, ২:২৬৫ (১৪৬৯)।

৫৪. বর্ণনা সূত্র:
১. কানযুল উম্মাল, আল মুত্তাক্বী আল হিন্দ, ১২:৯৫ (৩৪১৫২)।

الحديث السادس والخمسون: أخرج أحمد، والطبرانى، عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ إنى تارك فيكم خليفتين: كتاب الله، حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتى أهل بيتى، وإنهما لن يتفرقا، حتى يردا علىَّ الحوض-

হাদীছ নং- ৫৬: ইমাম আহমদ ও তাবরানী হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি তোমাদের জন্য আমার দু'টি প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছি। (তার একটি হচ্ছে), কিতাবুল্লাহ (কুরআন) যা আসমান ও যমীনের মধ্যখানে একটি দীর্ঘ রশি। (অপরটি হচ্ছে) আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত) আর এঁরা উভয়ে কখনো বিচ্ছিন্ন হবেনা, যতক্ষণ না তারা (উভয়ে) হাউজে কাউছারের নিকট আমার কাছে অবতরণ করবে'।[৫৬]

الحديث السابع والخمسون: أخرج الترمذى، والحاكم، والبيهقى، فى شعب الإيمان عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً: ستة لعنهم الله وكلُّ نبى مجاب: الزائد فى كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت، فيعزُّ بذلك من أذل الله، ويذل من أعز الله. والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتى ما حرّم الله، والتارك لسنتى-

হাদীছ নং- ৫৭: ইমাম তিরমিজি ও হাকেম এবং বাইহাক্বী শুয়াবুল ঈমানে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র সূত্রে বর্ণনা করেন, 'ছয় ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন। আর নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) প্রত্যেকের দোয়াই কবুল হয়। (ছয়জন ব্যক্তি হচ্ছে), ১. আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এ অতিরঞ্জনকারী, ২. আল্লাহর পক্ষ হতে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী,

---

৫৫. বর্ণনা সূত্র:
১. কিতাবুস সুন্নাহ, ইবনে আবি আসেম, ২:৬৩০ (১৫৫৪)।
২. আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, আল ফাসভী ১:৫৩৭।
৩. আল মু'জামুল আউসাত, তাবরানী, ৪:২৬২ (৩৪৬৩)/ ৩২৮ (৩৫৬৬।
৪. আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ ৩:৩৮৮ (১০৭২০)।

৫৬. বর্ণনা সূত্র:
১. আল মুসনাদ, ৬:২৩২ (২১০৬৮)/ ২৪৫ (২১১৫৩)।
২. আল মু'জামুল কাবীর, ৫:১৫৪ (৪৯২৩)।

Scanned by CamScanner

৩. অত্যাচারী শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি, যে ঐ ব্যক্তিকে সম্মান করে, যাকে আল্লাহ (পাপের কারণে) অপমাণিত করেছেন, আর ঐ ব্যক্তিকে অপমাণিত করে যাঁকে আল্লাহ সম্মানিত করেছে, ৪. আল্লাহ কর্তৃক হারামকে হালাল করে, ৫. আর আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত)'র ব্যাপারে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা বৈধ করে, ৬. আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগকারী'।[৫৭]

الحديث الثامن والخمسون: أخرج الديلمى فى الأفراد والخطيب في المتفق عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ستة لعنهم الله وكلُّ نبى مجاب: الزائد فى كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والرَّاغب عن سنتى إلى بدعة، والمستحل من عترتى ما حرّم الله، والمتسلط على أمتى بالجبروت، ليُعزَّمن أذل الله، ويذلَّ من أعزَّ الله، والمرتدُّ أعرابياً بعد هجرته-

হাদীছ নং- ৫৮: ইমাম দায়লামী 'আল আফরাদ'-এ এবং খতীব বাগদাদী 'আল মুত্তাফিক'-এ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ছয় ব্যক্তিকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, আর প্রত্যেক নবীর দোয়াই কবুল হয়। (ছয়জন ব্যক্তি হচ্ছে), ১. আল্লাহর কিতাব (কুরআন)-এ বৃদ্ধিকারী, ২. আল্লাহর দেয়া তক্বদীরকে (অদৃশ্য ভাগ্য) অস্বীকারকারী, ৩. সুন্নাতের চেয়ে বিদ'আতের দিকে আগ্রহী, ৪. আমার পরিবারবর্গ (আহলে বাইত)'র ব্যাপারে আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল জ্ঞানকারী (বৈধকারী), ৫. আমার উম্মতের ওপর অত্যাচারকারী শাসক, যাতে করে সে শাসক আল্লাহ যাকে অপমানিত করেছেন, তাকে সম্মানীত করে, আর আল্লাহ যাঁকে সম্মানিত করেছেন তাঁকে অপমানিত করে, ৬. আর যে বেদুঈন কুফরী ধর্ম ত্যাগ করার পর আবার কুফরীতে ফিরে যায়'।[৫৮]

---

৫৭. বর্ণনা সূত্র:
১. তিরমিজী, ইমাম আবু ঈসা তিরমিজী ৪:৩৯৭ (২১৫৪)।
২. আল মুসতাদরিক, ১:৯১ (১০২)/২:৫৭১ (৩৯৯৪) /৪:১০১ (৭০১১)।

৫৮. বর্ণনা সূত্র:
১. 'আল ফিরদৌস', দায়লামী ২:৩৩২ (৩৪৯৮) (তবে এতে সাত ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে)।
২. আল মুসতাদরিক, হাকেম ২:৫৭৩ (৩৯৪৫)।
৩. আল মু'জামুল কাবীর, তাবরানী ১৮:৪৩ (৮৯) (তিনি হাদীছটি আমর ইবনে সা'ওয়া আল ইয়াকেয়ী থেকে বর্ণনা করেন, এবং সাত জন উল্লেখ করেন।)।

الحديث التاسع والخمسون: أخرج الحاكم فى تاريخه، والديلمى عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ثلاث من حَفِظَهنَّ، حفظ الله له دينه ودنياه، ومن ضيَّعهُنَّ، لم يحفظ الله له شيئاً: حرمة الإسلام، وحرمتى، وحرمة رحمى-

হাদীছ নং- ৫৯: ইমাম হাকেম তাঁর 'তারীখ' এ এবং ইমাম দায়লামী হযরত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তিনটি জিনিস যে সংরক্ষণ করবে, আল্লাহ তাঁর দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়গুলি হেফাজত (সংরক্ষণ) করবেন। আর যে এ গুলিকে নষ্ট করবে (সংরক্ষণ করবেনা) আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন কিছুই সংরক্ষণ করবেনা। (সে তিনটি জিনিস হচ্ছে), ১. ইসলামের সম্মান, ২. আমার সম্মান ও, ৩. আমার বংশের সম্মান'।[৫৯]

الحديث الستون: أخرج الديلمى عن على رضى الله عنه قال: قال: رسول الله ﷺ خير الناس العرب، وخير العرب قريش، وخير قريش بنوهاشم-

تم الكتاب والله أعلم.

হাদীছ নং- ৬০: ইমাম দায়লামী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আরবগণ, আর সর্বোত্তম আরব হচ্ছে কুরাইশগণ, আর সর্বোত্তম কুরাইশ বংশীয় লোক হচ্ছে বনু হাশেম'।[৬০]

---

৫৯. বর্ণনা সূত্র:
১. আল মু'জামুল কাবীর, তাবরানী ৩:১২৬ (২৮৮১)।
২. আল মু'জামুল আওসাত, তবরানী ১৬২ (২০৫)।

৬০. বর্ণনা সূত্র:
১. আল ফেরদৌস, ২:১৭৮ (২৮৯২)।

تم الكتاب والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

Scanned by CamScanner

নবী বংশের মর্যাদা সম্পর্কিত ৬০ হাদীছ'র তথ্যসূত্রঃ

১. জামেউল বয়ান 'আন আ-য়িল কুরআন (তাফসীরে তাবারী)- মুহাম্মদ ইবনে জারীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে কাছীর ইবনে গালিব (ইমাম আবু জা'ফর তাবারী)। (২২৪-৩১০ হিজরী, ৮৩৯-৯২৩ খ্রিস্টাব্দ)।

২. যাখায়েরুল উকাবা ফী মানাকিবি যাবিল ক্বরবা- ইমাম হাফেজ মুহিব্বুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আত্তাবারী আল্ মক্কী। (৬১৫-৬৯৪ হিজরী)।

৩. হানাদ ইবনে সিররি– তিনি আবুস্সিরি হানাদ ইবনুস সিররি ইবনে মুস'আব ইবনে আবু বকর শিবর ইবনে স্বা'ফুক্ব আত্তামীমী আদ্ দারেমী আল কুফী। (১৫২-২৪৩ হিজরী)।

৪. আদ্ দুররুল মনছুর ফী তাসফসীরি বিল মাছুর– আব্দুর রহমান ইবনুল কামাল আবি বকর ইবনে মুহাম্মদ সাবিকুদ্দীন ইবনুল খাদ্বীরি আস সুয়ূতী (জালালুদ্দীন সুয়ূতী)। (৮৫৯-৯১১ হিজরী, ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ, কায়রো)।

৫. সহীহ বুখারী– আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী। ১৩ শাওয়াল ১৯৪ হিজরী ১ শাওয়াল ২৫৬ হিজরী, ২০ জুলাই ৮১০ খ্রিস্টাব্দ ১ সেপ্টেম্বর ৮১০ খ্রিস্টাব্দ)।

৬. আল-জামউে লি আহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতূবী)– আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আহম ইবনু আবি বকর ইবনে ফাযাহ (শামসুদ্দীন কুরতুবী) (জন্মঃ কুরতুবা, স্পেন, মৃত্যুঃ ৯ শাওয়াল ৬৭১ হিজরী, মিশর)।

৭. মাফাতীহুল গাইব (তাফসীরে কাবীর)– আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু উমর ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন আত্তাইমী আর রাযী (ফখরুদ্দীন রাজী) (৫৪৪-৬০৬ হিজরী)।

৮. আল মু'জামুল কবীর– সুলাইমান ইবনে আহমদ আত্ তবারানী (২৬০-৩৬০ হিজরী/ ৮২১-৯১৮ খ্রীস্টাব্দ)।

৯. মাজমাউজ যাওয়াদে ওয়া মানবা'উল ফাওয়েদ– ইমাম হাফেজ আবুল হাসান আলী ইবনে আবি বকর ইবনে সুলাইমান আশ-শাফেয়ী (নূরুদ্দীন হাইছামী) (৭৩৫-৮০৭ হিজরী)।

১০. জাওয়াহেরুল ইক্বদিয়্যীন ফী ফাদ্বলিশশারফিয়্যীন– ইমাম নূরুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আলী আল হাসানী আস সামহুদী। (৮৪৪-৯১১ হি.)।

১১. আয যুরবীয়্যাতুত ত্বাহিরা– আবু বিশর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে সাঈদ ইবনে মুসলিম আল আনসারী আদ্ দুলাভী আর রাযী। (৮৩৯-৯২৩ হিজরী)।

১২. মুসনদ-এ আহমদ–আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল আশ্ শাইবানী আয যুহরী। (১৬৪-২৪১ হিজরী)।

১৩. আল জামে' লিসুনানিত তিরমীজি– মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মূসা ইবনুদ দাহ্হাক্ব আস সুলামী আত্ তিরমিজী (আবু ঈসা তিরমিজী)। (২০৯-২৮৯ হিজরী)।

১৪. নাসায়ী– আহমদ ইবনে শুয়াইব আর নাসাঈ)– আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইবনে সুনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আন্ নাসায়ী। (৮২৯-৯১৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১৪-৩০৩ হি.)।

১৫. আল মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন– আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামদুন/ হামদাভিয়্যঅহ ইবনে নাঈম ইবনে আল হাকেম আয যাভী আন নিসাপুরী (আল হাকেম আন্ নিসাপুরী)।

১৬. সহীহ মুসলিম– আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে ওয়ারদ ইবনে ফুকাজ আল কুশাইরি আন নিসাপুরী। (২০৬-২৬১ হিজরী, ৮২২-৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ)।

১৭. সহীহ ইবনে খুযাইমা– মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা ইবনুল মুগীরা ইবনে সালেহ ইবনে বকর ইবনুল সুলামি আন্ নিসাপুরী আশ্ শাফেয়ী (ইবনে হুযাইমা)। (২২৩-৩১১ হিজরী)।

১৮. আল মুনতাখাব।

১৯. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা– আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আবি শায়বা আল আবাসী। (ইন্তিকাল- ২৩৫ হিজরী)।

২০. আল মারেফাতু ওয়াত তা-রীখ– ইমামুল হুজ্জাত আবু ইউসূফ ইয়াকূব ইবনে সুফিয়ান ইবনে জাওয়ান আল ফারেসী আল ফুসুওভী।

২১. মুসনদ এ আবি ইয়ালা–আহমদ ইবনে আলী ইবনুল মুছান্না ইবনি ইয়াহইয়া আত্তামীমী আল মুসলী (আবু ইয়ালা মূসলী) (২১০-৩০৭ হিজরী)।

Scanned by CamScanner

২২. ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিজরী, ১২৭৪-১৩৪৮ হিজরী)।

২৩. শু'আবুল ঈমান– আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মূসা আল খুরাসানী আল বাইহাক্বী। (৩৮৪-৪৫৮ হিজরী)।

২৪. আল 'ইলামুল মুতানাহিয়্যাহ ফিল আহাদীছিল ওয়াহিয়্যাহ– আবুল ফরজ আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাসান আলী ইবনুল জাওযী (ইবনুল জাওযী) (৫১০-৫৯৭ হিজরী)।

২৫. আল মুজতাবা মিনাস্ সুনানি মা ছুরা আন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াত তানভীহ 'আলাস সাহীহি মিনহা ওয়াস্ সাক্বীম ওয়া ইখতিলাফিন না-ক্বিলাইনি লাহা ফী আল ফাজিলা (আদ্দারু কুত্বনী)– আল ইমামুল হাফেজ আবুল হাসান আলী ইবনু ওমর ইবনু আহমদ ইবনু মাহদী ইবনু মাসউদ ইবনুল নু'মান ইবনু দীনার ইবনু আব্দুল্লাহ আর বাগদাদী আদ্দারু কুত্বনী। (৩০৬-৩৮৫ হিজরী)।

২৬. ফাদায়িলুস সাহাবা (মানাক্বিবুস সাহাবা)– ইমাম আহমদ ইবনুল হাম্বল।

২৭. সহীহ ইবনে হিব্বান মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান। (২৭০-৩৫৪হি)

২৮. আল মু'জামুল আওসত– ইমাম তাবরানী।

২৯. আল কামেল ফী দু'আয়ায়ির রিজাল– আবু আহমদ আব্দুল্লাহ ইবনু আদী ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু মুবারক আল জুরজানী।

৩০. আল ফিরদৌস বিমাছুরীল খিতাব– আবু শুজা' শীরভিয়্যাহ ইবনু শহরদার ইবনু শীরভিয়্যাহ আদ্দায়লামী।

৩১. আছ্ছাওয়াব লি আবিশ শাইখ আল ইসবাহানী ফিল হাদীছ– আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু জা'ফর ইবনু হিব্বান, আল ইসবাহানী। (আবুশ শাইখ আল ইসবাহানী)। (২৭৪-৩৬৯ হিজরী, ৮৮৭-৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ)।

৩২. আশ্ শিফা বিতারীফি হুকুক্বীল মুস্তফা– আবুল ফদ্বল আ'য়্যাজ ইবনু মূসা ইবনু আ'য়্যাজ ইবনু ইমরান ইবনু মূসা ইবনু আয়্যাজ আস্ সাবতী আল ইয়াহসাবী। (কাজী আয়্যাজ) (৪৭৬-৫৪৪ হিজরী, ১০৮৩-১১৫৯ খ্রিস্টাব্দ)।

৩৩. আল মাতালিবুল আলিয়াহ বি যাওয়ায়িদিল মাযানিদিছ ছামানিয়অ– আবুল ফদ্বল আহমদ ইবনু আলী ইবনু হাজর আল আসক্বালানী (ইবনে হাজর আসক্বালানী) (৭৭৩-৮৫২ খ্রিস্টাব্দ)।

৩৪. মুখতাসারু ইত্তিহাফুস সাফাতিল মুহরাবি যাওয়ায়িদিল মাযানী ফিল আশরা– আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইসমাঈল ইবনে সলীম ইবনে ক্বাইমায ইবনে উসমান আল কানানী আশ শাফিয়ী (শিহাবুদ্দীন বুসরী)। (৭৬২-৮৩৯ হিজরী)।

৩৫. নাওয়াদিরুল উসূল ফি মা'রিফাতি আহাদীছির রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)– মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন ইবনু বশীর আল হাকীম তিরমিজী।

৩৬. কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আক্বওয়াল ওয়াল আফ'আল– আলা উদ্দীন আলী ইবনু হুসামুদ্দীন ইবনু কাজী খান আল ক্বাদেরী, আশ শাজেলী আল হিন্দী আল বুরহানপুরী, আল মাদানী আল মক্কী আল হামাদী আল (মুত্তাক্বিউল হিন্দ)। (৮৮৫-৯৭৫ হিজরী, ১৪৮০-১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দ)।

৩৭. মসনাদুর রুওয়ানী– আবু বকর মুহাম্মদ ইবনু হারুন আর রুওয়ানী আর রাযী– (২১০-৩০৮ হিজরী)।

৩৮. কাশফুল আসতার আন যাওয়িদুল বাযযার– নুরুদ্দীন আলী ইবনি আবি বকর হাইছামী।

৩৯. আল ম'জানুস সাগরি– আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনু আহমদ ইবনু আইয়ুব ইবনে মাতীর আল লাখমী আশ শামী আত্ তাবরানী (ইমাম তাবরানী) (২৬০-৩৬০ হিজরী, ৮২১-৯১৮) খ্রিস্টাব্দ)।

৪০. তারীখু ইবনি নাজ্জার– মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনিন নাজ্জার আল বাগদাদী। (৫৭৮-৬৪৩ হিজরী)।

৪১. তারীখু বাগদাদ– আবু বকর আহমদ ইবনু আবদিল মাজদি ইবনি আলী ইবনি ছাবিত আল বাগদাদী। (৩৯২-৪৬৩ হিজরী, ১০০২-১০৭১ খ্রি.)।

৪২. আল মাক্বাসিদুল হাসানা ফী আহাদিছিল মুশতাহিরা আল আলযিনা– শামসুদ্দীন আবুল খাইর মুহাম্মদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনি মুহাম্মদ ইবনি আবি বকর ইবনি উসমান ইবনি মুহাম্মদ আস সাখাভী (শামসুদ্দীন যাহাবী) (৮৩১-৯০২ হিজরী)।

৪৩. আয যুররিয়্যাতুত তাহিরা– আবু বিশর মুহাম্মদ ইবনু আহমদ ইবনি হাম্মাদ আদ্ দূলাবী। (২২৪-৩১০ হিজরী, ৮৩৯-৯২৩ খ্রি.)।

৪৪. কিতাবু ফাওয়ায়িদিল ইমামি আবিল কাসিম তাম্মাম ইবনি মুহাম্মদ ইবনি জা'ফর আর রাযি।

Scanned by CamScanner

৪৫. আস সুনানুল কুবরা। আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আলী ইবনু মূসা আল খোরাসানী আল বায়হাক্বী (ইমাম বায়হাক্বী) (৩৮৪-৪৫৮ হিজরী)।

৪৬. কাশফুল খিফাই ওয়া মুযীলি আম্মা ইশতাহারা মিনাল আহাদীছি আলা আল সিনাতিল নাস– ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মদ ইবনি আবদিল হাদী ইবনি আবদিল গনী আল জাররাহী (ইসমাঈল আজলূনী)।

৪৭. ইত্তিহাফুস সাফাতীল মুত্তাক্বীন বি শরহি ইহয়ায়ি উলূমিদ্দীন– মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি মুহাম্মদ ইবনি আবদির রাযযাক। (সায়্যিদ মুরতাদা আয যুবাইদি) আল ইয়ামানী আল ওরাসিতী, আল ইরাক্বী আল হানাফী। (১২০৫ হিজরী)।

৪৮. হুলিয়্যাতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া– আবু নুয়াইম আহমদ ইবনি আসহাক্ব ইবনি মূসা ইবনি মিহরান। (ঐতিহাসিক আবু নঈম ইস্পাহানী) (৩৩৮-৪৩০ হিজরী)।

৪৯. কিতাবুস সুন্নাহ ওয়া মা'য়াহু যিলালুল জান্নাত ফী তাখরীজিস সুন্নাহ– হাফেজ আহমদ ইবনু আমর ইবনিদ দাহ্হাক ইবনি আখলাদ আশ শায়বানি। (ইবনে আবি আসেম) (২০৬-২৮৭ হিজরী)।

ইসলামের সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে এবং আপনার জীবনঘনিষ্ট ও নিত্য-নতুন উদ্ভূত বিভিন্ন আধুনিক সমস্যার ইসলামী বৈজ্ঞানিক সমাধান দিতে প্রতি জুমাবার অনুষ্ঠিত হয়

সাপ্তাহিক ইসলামী আক্বীদা শিক্ষা মাহফিল

স্থান: ইসলামী আক্বীদা শিক্ষা ও গবেষনা কেন্দ্র, নজুমিয়া হাট (কাপ্তাই রাস্তা সংলগ্ন), চট্টগ্রাম।

আপনি স্ব-বান্ধবে আমন্ত্রিত

Islami Aqeedah Learning & Research Center

ইসলামী আক্বীদা শিক্ষা ও গবেষনা কেন্দ্র

(ইসলামের সঠিক আক্বীদা প্রচার ও প্রসারে নিবেদিত)

বিস্তারিত জানতে লগইন করুন **www.islami-aqeedah.com**

সার্বিক যোগাযোগ: মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ জমির হোসাইন ক্বাদেরী, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক

মোবাইল: ০১৮১২-৩৭৪৩৪৯

www.SahihAqeedah.com

Scanned by CamScanner